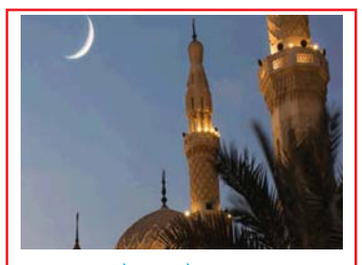

রমযান মাস শুরুর তারিখ ঘোষণা করল আরব আমিরাত

সারে-জমিন

বর্ধমান স্টেশনে ট্যাঙ্ক ভেঙে তিন যাত্রীর মৃত্যু

রূপসী বাংলা

জলবায়ু সম্মেলন থেকে কী আশা করেন!

সম্পাদকীয়

সব মানুষের জন্য আল্লাহর তিন উপদেশ

দাওয়াত

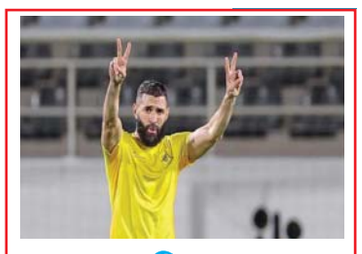

ক্লাব বিশ্বকাপে বেনজেমার নতুন রেকর্ড

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩
২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২৯ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 336 ■ Daily APONZONE ■ 14 December 2023 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

পাস দেওয়া বিজেপি সাংসদ মোদির জীবনীকার!

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিংহের পাস নিয়ে আক্রমণকারীরা প্রবেশ করেছিল সংসদে। ১৯৭৬ সালের ২১ শে জুন জন্মগ্রহণকারী প্রতাপ সিংহ বর্তমানে কর্ণাটকের মহীশূর-কোডাগু আসনের প্রতিনিধিত্ব করে সপ্তদশ লোকসভায় সংসদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ষোড়শ লোকসভার ও সদস্য হওয়া সিমহা হাসান জেলার সাকলেশপুরার বাসিন্দা।

বিজেপির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সিমহা কর্ণাটকে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে, তিনি মহীশূর কেন্দ্রে ১.৩৯ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন, কংগ্রেস প্রার্থী সি এইচ বিজয়শঙ্করকে পরাজিত করেছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৪ ও ২০১৯ সালের নির্বাচনে মহীশূর লোকসভা কেন্দ্রের ইতিহাসে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে ৫ লক্ষেরও বেশি ভোট পেয়েছিলেন সিমহা।

সাংসদ হিসাবে সিমহার কার্যকাল বিতর্কমুক্ত ছিল না। ২০১৫ সালে, তিনি কর্ণাটক সরকারের টিপু সুলতানের জন্মদিন উদযাপনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। সিমহার প্রধানমন্ত্রীর জীবন সম্পর্কে লিখে বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন বিজেপির। এখন সিমহা এখনও একজন সক্রিয় হিন্দুত্ববাদী প্রবক্তা।

সংসদে ‘রংমশাল’ হামলা

বিজেপি সাংসদের পাস নিয়েই প্রবেশ করেছিল আক্রমণকারীরা

আপনজন ডেস্ক: দিল্লিতে নতুন সংসদ ভবনে বুধবার ঘটে গেল হুলুস্থুল কাণ্ড। দর্শক গ্যালারি থেকে লাফ দিয়ে লোকসভায় পড়লেন দুই তরুণ। তাদের হাতে ধরা টিনের কৌটা থেকে বের হল হলুদ রঙের ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ায় ভরে গেলে লোকসভা। তাদের মুখে স্লোগান, ‘তানাশাহি নেহি চলেগি’ (স্বৈরতন্ত্র চলবে না)। হকচকিত সবাই। সঙ্গে সঙ্গে মুলতবি করে দেওয়া হয় সভার কাজ। সংসদের দায়িত্বে থাকা ‘ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড’ নিরাপত্তাকর্মীরা দুই তরুণকে পাকড়াও করতে দেরি করেননি। সংসদ ভবনের বাইরে থেকেও দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের একজন নারী। চারজনই এক গোষ্ঠীর কি না, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা জানিয়েছেন, ওই ধোঁয়া কোনো বিষাক্ত গ্যাস নয়।

২২ বছর আগে ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর, ঠিক এই দিনে ভারতের সংসদ ভবন আক্রমণ করেছিল সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। সেই বন্দুক যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন দিল্লি পুলিশের ছয় সদস্য, সংসদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুজন ও বাগানে কর্মরত এক মালি। ঘণ্টাখানেকের সেই বন্দুকযুদ্ধে পাঁচ হামলাকারী নিহত হয়েছিলেন। ২২ বছর পর সেই একই দিনের সংসদ ভবনে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার কারও কাছে অবশ্য অস্ত্র ছিল না। হাতে ছিল রংমশালের কৌটা, মুখে স্বৈরতন্ত্রবিরোধী স্লোগান। এভাবে বিক্ষোভ কারা দেখালেন, কেনই-বা দেখালেন, কোন উদ্দেশ্যে, বিকেল পর্যন্ত পুলিশ অবশ্য তা জানায়নি। আজ বুধবার বেলা একটা নাগাদ লোকসভায় জিরো আওয়ার চলাকালে ঘটনাটি ঘটে। সে সময় মালদহ উত্তর থেকে নির্বাচিত বিজেপি সদস্য খগেন মুর্মু তাঁর নির্বাচনী এলাকায় প্রস্তাবিত বিমানবন্দর নিয়ে কিছু দাবি জানাচ্ছিলেন। হঠাৎই দেখা যায়, দর্শক গ্যালারি থেকে একজন সভাকক্ষে ঝাঁপ দিয়ে সদস্যদের আসন টপকে স্পিকারের দিকে এগোচ্ছেন। অন্য একজন গ্যালারি থেকে ঝুলতে ঝুলতে লাফ দিলেন। হাতে রংমশালের কৌটা থেকে বেরিয়ে আসছে হলুদ রঙের ধোঁয়া, ঠিক যেমন ফুটবল খেলার মাঠে দেখা যায়। এ সময় হট্টগোলের মধ্যে শোনা যায় হিন্দিতে দেওয়া ওই যুবকদের স্লোগান, ‘তানাশাহি (স্বৈরতন্ত্র) নেহি চলেগি’। মুহূর্তের মধ্যে মুলতবি করে দেওয়া হয় অধিবেশন। কয়েকজন সংসদ সদস্য ও নিরাপত্তাকর্মী তৎপর হয়ে জাপটে ধরেন দুই তরুণকে।

পরে জানা যায়, একই সময় সংসদ ভবনের বাইরে থেকেও ধরা হয়েছে দুজনকে। তাঁরাও বাতাসে হলুদ ধোঁয়া ভাসাচ্ছিলেন। গ্রেফতার হওয়া দুজনের মধ্যে একজনের নাম নীলম সিং, অন্যজন অমল শিন্ডে। তাঁরা কারা, কোন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত, কী উদ্দেশ্যে এই সংসদ ভবনে ঢুকে এমন প্রতিবাদ জানালেন তাঁরা, সে বিষয়ে পুলিশ কিছু বলতে চায়নি। দিল্লি পুলিশের এক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে বলেছেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না। তবে মনে হচ্ছে, দুই জায়গার বিক্ষোভকারীরা সম্পর্কযুক্ত। পুলিশ আটক করার পর নীলম বলে, ‘সে ছাত্রী। সাধারণ মানুষ। কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নয়। তার অভিযোগ, এই সরকার কারও কোনো অভিযোগ শোনে না। ছাত্র, তরুণ, কৃষক, শ্রমিক কারও প্রয়োজন খেয়াল করে না। দাবি জানাতে গেলে লাঠি খেতে হয়। তাই প্রতিবাদ। পুলিশের সামনেই স্লোগান দেয়, ‘তানাশাহি নেহি চলেগি’, ‘ভারত মাতা কি জয়’ এবং ‘জয় ভীম, জয় ভারত’। এই ঘটনায় সংসদ ভবনের নিরাপত্তা ঘিরে আরও একবার প্রশ্ন উঠে গেল।

পাঁচ অভিযুক্ত গ্রেফতার, অধরা এখনও একজন

আপনজন ডেস্ক: পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার সংসদের অভ্যন্তরে ‘রং মশাল’ হামলার ঘটনাটি সুসমন্বিত, সুপরিকল্পিত এবং ছয় জন অভিযুক্ত দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যাদের মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেফতারের করা হয়েছে। সাগর শর্মা ও মনোরঞ্জন ডি কে লোকসভার চেম্বারে আটক করা হয়েছে এবং অমল শিন্ডে ও নীলমকে সংসদের বাইরে আটক করা হয়েছে। ললিত ও বিক্রমকে তাদের সহযোগী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং বিক্রমকে গুরুগ্রাম থেকে আটক করা হয়েছে, ললিতকে ধরতে দিল্লি পুলিশের দল বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়েছে। সাগর শর্মা এবং মনোরঞ্জন ডি জিরো আওয়ারের সময় পাবলিক গ্যালারি থেকে লোকসভার চেম্বারে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ক্যানিস্টার থেকে হলুদ গ্যাস ছেড়ে স্লোগান দেয়। প্রায় একই সময়ে অমল শিন্ডে এবং নীলম সংসদ চত্বরের বাইরে ‘তানাশাহি না চলেগি’ স্লোগান দেওয়ার সময় ক্যানিস্টার থেকে রঙিন গ্যাস স্প্রে করে। পুলিশ সূত্রের খবর, সংসদের এই হামলাকারীরা যারা সকলেই ইনস্টাগ্রাম এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একে অপরের সংস্পর্শে ছিল। অভিযুক্তরা কয়েকদিন আগে এই পরিকল্পনা তৈরি করেছিল এবং বুধবার সংসদে আসার আগে তারা মহড়া করেছিল। তাদের মধ্যে পাঁচজন সংসদে আসার আগে গুরুগ্রামে বিক্রমের বাসভবনে ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী ছয়জনই পার্লামেন্টের ভেতরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু মাত্র দু’জন পাস পেয়েছিল। অমল শিন্ডের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, ছয় অভিযুক্ত সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গত চার বছর ধরে একে অপরকে চেনে। তাদের একই মতাদর্শ ছিল এবং তাই সরকারকে একটি বার্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি জানার চেষ্টা করছে যে তারা কেউ বা কোনও সংস্থার দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল কিনা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অমল জানায়, কৃষক বিক্ষোভ, মণিপুর সংকট, বেকারত্বের মতো ইস্যুতে তারা বিরক্ত ছিল, এ কারণেই তারা এই কাজ করেছে।

হামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া উচিত, দাবি বিরোধীদের

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস লোকসভার কার্যক্রম চলাকালীন দর্শক গ্যালারি থেকে দুজনের ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনাকে একটি গুরুতর সমস্যা বলে অভিহিত করেছে। দলের সভাপতি খড়গে বলেন, বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া উচিত।

লোকসভায় কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বক্তৃতা করার সময় বলেন, সন্ত্রাসী হামলার বার্ষিকীর দিনে এই ‘হামলা’ নিরাপত্তায় অবহেলার পরিচয় দেয়।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে এক্স-এ লিখেছেন, ‘আজ সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘন একটি গুরুতর সমস্যা। আমরা দাবি করছি প্রধানমন্ত্রীর উচিত উভয় ঘরে এসে বক্তব্য দেওয়া। এত বড় নিরাপত্তা বিভাগ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে দু’জন এসে সেখানে গ্যাসের ক্যানিস্টার রেখে গেল, এটাই প্রশ্ন?

খড়গে আরও বলেন, আজ আমরা ২২ বছর আগে শহীদ দিবসে (সংসদ আক্রমণের স্মরণে) প্রবীণ নিরাপত্তা কর্মীদের শ্রদ্ধা জানাই। আমরা আশা করি সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেবে এবং আমরা পুরো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছি। দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত। এদিকে, অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি এবং আমরা সবাই সংসদে সন্ত্রাসী হামলার সময় শহীদ হওয়া নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। ২০০১ সালের সন্ত্রাসী হামলা আজকের ঘটনা থেকে ভিন্ন ছিল, কিন্তু আজকের ঘটনাটি দেখায় যে যে সতর্কতা নেওয়া উচিত ছিল তা নেওয়া হয়নি। অধীর রঞ্জন চৌধুরী যোগ করেছেন, আজ আমাদের বিধায়করা নির্ভয়ে তাদের ধরেছিলেন, কিন্তু সংসদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত নিরস্ত্র নিরাপত্তা কর্মীদের অভাব ছিল, তারা কোথায় গেল?

এই বিষয়ে বলতে গিয়ে, লোকসভার স্পিকার হাউসে বলেছিলেন যে এই ঘটনায় সকলের উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত এবং বিতর্ক নয়। তিনি বলেন, এ সব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করা ঠিক নয়। তিনি আজ সব দলের একটি বৈঠক ডাকবেন যেখানে সব পরামর্শ বিবেচনা করে বাস্তবায়ন করা হবে।

এর সাথে স্পিকার আরও বলেন, যে লোকেরা কেবল এমপিদের অনুরোধে (পাস করার জন্য) দর্শক গ্যালারিতে আসে এবং আমাদের সবাইকে দেখতে হবে যে পাস দেওয়ার সময় আমাদের কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ এটি আমাদের সকলের জন্য একটি উদ্বেগের কারণ।

মধ্যপ্রদেশে ধর্মীয় স্থানে লাউডস্পিকার নিষিদ্ধ হল!

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম বড় সিদ্ধান্ত মোহন যাদব বুধবার ধর্মীয় স্থানে লাউডস্পিকার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (স্বরাষ্ট্র) ডঃ রাজেশ রাজোরা পিটিআইকে জানিয়েছেন, সকালে শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের এটিই প্রথম আদেশ। সুপ্রিম কোর্ট ও ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশের ভিত্তিতে লাউডস্পিকার ব্যবহারের নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে।

প্রতিটি জেলায় একটি ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন করা হবে, যাতে ধর্মীয় স্থানে লাউডস্পিকার এবং ডিজে সিস্টেমের সাউন্ড লেভেল মনিটর করা যায়।

মধ্যপ্রদেশ সরকারের আদেশে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে পাবলিক প্লেসে রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত (জনসাধারণের জরুরী অবস্থা ব্যতীত) লাউডস্পিকার এবং মিউজিক সিস্টেমের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২০০৫ সালের ২৮ শে অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় বছরে ১৫ দিন উৎসব উপলক্ষে মধ্যরাত পর্যন্ত লাউডস্পিকার ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

সংসদে বহিষ্কৃত: মহুয়ার আবেদন খতিয়ে দেখতে রাজি শীর্ষ কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: বুধবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ‘ক্যাশ ফর কোয়েরি’ দুর্নীতি মামলায় লোকসভা থেকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্রের আবেদনের ওপর জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করা হবে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চের সামনে বিষয়টি তুলে ধরেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট এ এম সিংভি। তিনি বলেন, বিষয়টি বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার তালিকাভুক্ত করা উচিত। বেঞ্চ আইনজীবীকে একটি ইমেল পাঠাতে বলেছে এবং আবেদনটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। সিঙ্ঘভি দিনের বেলায় দ্বিতীয়বার বিষয়টি উল্লেখ করার পরে আদালতের মৌখিক আশ্বাস এসেছিল। এদিন সকালে বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কৌলের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে মৈত্রের রিট পিটিশনের শুনানির দিন ধার্য করেন আইনজীবী। বেঞ্চ তখন বলে, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি র প্রধান বিচারপতির কাছে উপস্থাপন করা হোক। মৈত্র সোমবার তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তকে “অন্যায্য, অন্যায্য এবং স্বেচ্ছাচারী” এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির পরিপন্থী বলে অভিহিত করে আর্জি করেন।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু’জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা সভা বারাসতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: বুধবার বারাসাতের রবীন্দ্র ভবনে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে এক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। কিভাবে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করবে, কিভাবে পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে হবে,সেন্টারের কোঅর্ডিনেটর বা যাঁদের উপর দায়িত্ব আছে তাঁরা কিভাবে পরীক্ষার সেন্টারের সঙ্গে লিয়াজঁ রাখবেন সেই বিষয়ে এই আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ,উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ডঃ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, সচিব ডঃ প্রিয়দর্শিনী মল্লিক, বিধানসভার চিফ হুইপ নির্মল ঘোষ, বিধায়ক হাজি সেখ নুরুল ইসলাম, বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, উত্তর ২৪ জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ সরকার,এডিএম উন্নয়ন এবং ডিআই সহ আরও অনেকে।

মানবাধিকার সিপিডিআর দিবস পালন করল শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সিপিডিআর-এর পক্ষ থেকে মানবাধিকার দিবস পালন করা হল ক্যালক্যাটা ইউনিভার্সিটি অ্যানেক্স হলে। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি দীপংকর ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাবিবুল্লাহ, সম্পাদক আবুল হাসান আল মামুন, ওয়েজুল হক চেয়ারম্যান ইন্টেলেকচুয়াল ম্যাইনোরিটি ফোরাম, ডঃ সাহ ওমেয়ুল, নিতাই মুধা সাহিত্যিক সহ অন্যান্য গুণিজন। এদিন মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। এছাড়া বসে আঁকা প্রতিযোগিতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ও ব্যবস্থা করা হয়। এদিন কলকাতা, মুর্শিদাবাদ সহ বিভিন্ন জেলা থেকে সংগঠন এর সদস্যরা এই সভায় যোগদান করেন।
আবুল হাসান আল মামুন এদিন সকল মানুষকে মানবাধিকার দিবস এর শুভেচ্ছা জানান। আগামী দিনে মুর্শিদাবাদ সহ বিভিন্ন জেলাগুলিতে তারা তাদের কাজকে আর ও প্রসারিত করার কথা বলেন।

বর্ধমান স্টেশনে ট্যাঙ্ক ভেঙে তিন যাত্রীর মৃত্যু, আহত ২৭

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন আছে বর্ধমানেই। এক বছর আগে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় হুঁশ ফেরেনি রেল কর্তৃপক্ষের। সেই সময় আচমকাই বর্ধমান রেলস্টেশনের বিল্ডিং হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে ছিল যাত্রীদের উপর। সেই ঘটনায় বহু মানুষ আহত হয়। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুরক্ষার উপর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৩ ডিসেম্বর বেলা ১১,৩০ নাগাদ বর্ধমান স্টেশনের এক নম্বর ও দু নম্বরের মাঝে বিশাল আকারের জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে তিন যাত্রীর মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনের যাত্রী সুরক্ষার অবস্থা। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। জানা যায় ঘটনাটি ঘটে বর্ধমান রেল স্টেশনের ২ নম্বর ও ৩ নম্বর প্লাটফর্মের মাঝে। ১৮৯০ সালে তৈরি ৫৩হাজার ৮০০গ্যালন জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বিশাল জলের ট্যাঙ্ক ছিল বর্ধমান স্টেশনের দুই এবং তিন নম্বর প্লাটফর্মের উপরেই। এদিন বেল ১২ টা ১৫ নাগাদ আচমকই ভেঙে পড়ে প্ল্যাটফর্মে থাকা বেশ কিছু যাত্রী উপরে । ট্যাঙ্কটি প্ল্যাটফর্মের শেডের ওপর ভেঙে পড়ে। দুমড়ে মুচড়ে যায় শেডের লোহার পাতি। ভারি লোহার জল ট্যাঙ্কের ভগ্ন অংশ রেল লাইনের উপর দু নম্বর লাইনের ওপর আছড়ে পরে। তার ধাক্কায় লাইনের উপর থাকা বড় বড় পাথর ছিটকে এক নম্বর প্লাটফর্মে চলে আসে। ঘটনার আকস্মিকতায় গোটা স্টেশন জুড়ে তুমুল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
এই ঘটনায় তিনজন মৃত ছাড়াও আহত হয়েছে প্রায় ৩০ এর কাছাকাছি মানুষ। খবর পেয়ে বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি , পুলিশ সুপার আমনদ্বীপ থেকে শুরু করে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস অন্যান্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা ছুটে আসেন। মৃত এবং আহত ব্যক্তিদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়। এদের মধ্যে মাহফুজা খাতুন নামে এক মহিলার মৃত্যুর পরিচয় পাওয়া গেছে । যার বাড়ি বর্ধমান শহরের কাটরাপতায় । বাকিদের পরিচয় এখনো উদ্ধার করা যায়নি। ঘটনায় ট্রেন চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে রেল পুলিশ, জিআরপি ও বর্ধমান থানার পুলিশ হাত মেলায়। বিধায়ক খোকন দাস বলেন বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন যাত্রী সুরক্ষার দিকে কোন নজরই দেয় না। শুধুমাত্র রংচং করা ছাড়া তাদের আর কোনো গুরুত্ব নেই। বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন ক্রমশ আতঙ্কের আরেক নাম হয়ে উঠছে।

প্রয়াত হলদিয়ার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর

আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

আপনজন: বুধবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে হলদিয়া মহকুমা সরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হলদিয়া পৌরসভার ৩ বারের জয়ী তৃণমূলের কাউন্সিলর স্বপন নস্কর,বুধবার ভোরে প্রবল শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি।তিনি ২০২১ সালে হলদিয়া ২০৯ বিধান সভায় তৃণমূলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন, বিজেপির তাপসী মন্ডলের কাছে পরাজিত হন।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৬৫ বছর,স্বপন নস্করের মরদেহ হলদিয়া পৌরসভা অফিসে নিয়ে যাওয়া দুপুর ১টা নাগাদ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য।সেখানেই পৌরসভার কর্মী প্রাক্তন কাউন্সিলর গন শ্রদ্ধা জানাই।পরিবার সূত্রে জানা যায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাটের সমস্যায় ভুগছিলেন,পরে শরীরে দুটি কিডনি নষ্ট হয়ে যায়।২ বার চেয়ারম্যান-ইন কাউন্সিল পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।তিন নম্বর ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়ন,এবং পৌরসভার কাছে কাজের নিরিখে প্রশংসা কুড়িয়ে ছিলেন।স কালে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে হলদিয়া এলাকার বিশিষ্টজনেরা তাঁকে দেখার জন্য হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে ভিড় জমায়েত করে। খবর পেয়েই হলদিয়ায় ছুটে আসেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

নাথানিয়াল মুর্মু কলেজে সেমিনার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন নাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল কলেজে অনুষ্ঠিত হলোএকদিনের রাজ্যস্তরীয় সেমিনার। এদিনের এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: সনত কুমার অধিকারী, বালুরঘাট নালন্দা বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌমিত দাস, আদিবাসী কাটনা বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ পাল, বালাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সজল মজুমদার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার প্রাক্তন চিফ ইন্সপেক্টর দুর্গা শংকর সাহা, প্রাক্তন সরকারি কর্মী দিলীপ মজুমদার, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার সুরজিৎ দে, তপন নাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল মহাবিদ্যালয়ের

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রণয় নার্জিনারি সহ আরো অনেকে।
জানাগিয়েছে, তপন নাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল মহাবিদ্যালয়ের ‘ইতিহাস বিভাগ’ ও বালুরঘাটের ইকো- ফ্রেন্ডস অর্গানাইজেশনে’র সহযোগিতায় একদিনের এই রাজ্য স্তরীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল। সেমিনারের শীর্ষক নাম ছিল ‘হিস্টরিক্যাল রিফ্লেকশন অফ দক্ষিণ দিনাজপুর উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু বেঙ্গল’(এনভারমেন্ট , লিটারেচার, কালচার)।
এবিষয়ে ইকো- ফ্রেন্ডস অর্গানাইজেশনের সম্পাদক কৃষ্ণপদ মন্ডল জানান, ‘এই মনোজ্ঞ সেমিনারে একাধিক গুণী বক্তারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জেলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। মেমেন্টো, সার্টিফিকেট প্রদান,তৎসহ অনুষ্ঠানের শেষে ফুলের গাছের চারা রোপন অনুষ্ঠান টিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেয়েছে।’

১৫ দিন থেকে অঙ্গনওয়াড়িতে শিশু ও অন্তঃসত্বারা খাবার না পাওয়ায় বিক্ষোভ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন দীর্ঘ ১৫ দিন ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে খাবার পাচ্ছেন না শিশু,প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েরা।এতে চরম সমস্যায় পড়েছেন শিশু ও গর্ভবতী মায়েরা।অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও হেল্পারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে হাতে থালা-বাটি নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকেরা।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগমারা গ্রামে।অভিযোগ উঠেছে বাগমারা পশ্চিম পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের কর্মী নাসরীন খাতুন ও হেল্পার সাহেরা খাতুনের বিরুদ্ধে। এই সেন্টারকে অনত্র সরানোর পাশাপাশি কর্মী ও রাঁধুনীকেও সরানোর জোড়ালো দাবি তুলেছেন অবিভাবকেরা। অভিযোগ,দীর্ঘ ১৫

দিন ধরে এই সেন্টার থেকে খাবার পাচ্ছেন না শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা।নিয়মিত সেন্টারে আসেন না ওই কর্মী।সেন্টারে যেদিন খাবার দেওয়া হয় তা খুব নিম্নমানের।যা শিশুদের মুখে তোলার অযোগ্য।সরকারি নির্দেশিকা ছাড়াই সপ্তাহের প্রতি শনিবার ছুটি রাখেন।কেন্দ্রের কর্মী প্রায়ই দেরি করে আসেন।সকালে বাচ্চারা টিফিনের কৌটো নিয়ে কেন্দ্রে যায়।কর্মী না থাকলে ছেলেরা খেলতে চলে যায়।পরে তারা কেন্দ্রে গেলে খাবার দেওয়া হয় না।অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও হেলপারকে বলতে গেলে তারা তর্কে জড়িয়ে পড়েন।
অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার সাহেরা খাতুন জানান,তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে।তিন দিন থেকে সেন্টারে কোনো খাবার ছিল না,তাই খাবার দেওয়া বন্ধ ছিল।অভিভাবক নূরী খাতুন জানান,সারা বছর অনিয়ম ভাবে সেন্টারে খাবার দেওয়া হয়। অন্তঃস্বত্তা ও প্রসূতি মায়েরা সপ্তাহে ছ'দিন গোটা ডিম পাওয়ার কথা থাকলেও তা দেন না।অসুস্থতার বাহানা দেখিয়ে মাসের বেশির ভাগই ছুটে রাখেন।বলতে গেলেই তর্কে জড়িয়ে পড়েন।সিডিপিও আব্দুল সাত্তার জানান,এই সেন্টারের বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে।তিনবার ওই কর্মীকে শোকজও করা হয়েছে। অভিভাবকেরা লিখিত অভিযোগ করলে ওই কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবেন।

দালাল চক্র বন্ধ সহ নানা ইস্যুতে হাসপাতাল পরিদর্শন পৌরপিতার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বীরভূমের রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে বিভিন্ন ধরনের ছোটো খাটো ত্রুটি বিচ্যুতি পর্যন্ত সমাধানের লক্ষ্যে অবিচল।
সম্প্রতি রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দালাল চক্র সহ বেশ কিছু অভিযোগের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল এলাকায়।সেই প্রেক্ষিতে আজ বুধবার রামপুরহাট পৌরসভার পৌর পতি সৌমেন ভকত নিজে সরজমিনে গিয়ে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ পলাশ দাস এর সাথে উপরিউক্ত বিষয়ে আলোচনায় বসেন। সেখানে হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য আলোচনা হয়। এছাড়াও হাসপাতাল এলাকায় দালাল চক্র

বন্ধের ব্যাপার এবং রক্ত আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি হাসপাতাল থেকে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ ছিল, সে বিষয়েও আলোচনা সভায় উপস্থাপন করেন বলে এক সাক্ষাৎকারে জানান রামপুরহাট পৌরসভার পৌর পতি সৌমেন ভকত। তিনি আরও বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলো আমাদেরও দেখা কর্তব্য। মানুষজন ঠিকঠাক স্বাস্থ্য পরিসেবা যেন পান মূলত সেই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়েই আজকে আলোচনা করা হয়েছে। এদিকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ পলাশ দাস জানান, স্থানীয় পৌর পতি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং আমার সাথে বসে কিছু আলোচনা করেন রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিষয়ে। তিনি বরেন, দালাল চক্র এখানে সরাসরি কিছু নেই, তবে তা বোঝা গেলে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান এবং মানুষের পাশে থাকার জন্যই তো আমরা আছি। হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আমারও দ্বিধা রয়েছে, এটার প্রতি আমাদের আরো যত্নবান হতে হবে।

শাসনে তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার শাসনে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির শিক্ষা বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল বুধবার। এই কর্মসূচির উদ্বোধক বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা হাড়োয়ার বিধায়ক হাজী সেখ নূরুল ইসলাম বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বাঙ্গীন মানোন্নয়নে একেএম ফারহাদের নেতৃত্বে অসাধারণ কাজ করে চলেছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাজ অসাধারণ। ভার্চুয়ালী বক্তব্যে দলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি হিসাবে ফারহাদের নেতৃত্বে গঠনমূলক কাজে অগ্রগন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। আগামী দিনে এই সংগঠনের কাজে দলের সর্বতোভাবে পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন তিনি। পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান তাঁর

বক্তব্যে বর্তমান সময়ে দেশের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা রাখার কথা তুলে ধরেন।আলিয়া ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার সৈয়দ নূরুস সালাম তাঁর বক্তব্যে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সমস্ত কর্মসূচি পালন করে চলেছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সকলের সহযোগিতার কথা বলেন।
এই কর্মসূচিতে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, মাদ্রাসার সার্বিক কল্যাণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না চাইতে যা দিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের উপসচিব ডঃ আজিজার রহমান বলেন, শিক্ষার উন্নতিতে এই ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত -২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ,স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, সহ সভাপতি মেহেদী হাসান, প্রধান মনিরুল ইসলাম, মান্নান আলি,মানস কুমার ঘোষ,আছের আলি, সাবিনা খাতুন, রাখি মন্ডল, দ্রাসা বোর্ডের সদস্য মোজাফফর হোসেন প্রমুখ।

বিক্ষোভ

আপনজন: পুলিশের বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলে মালদাতে সরব হল ট্রাক মালিকেরা। বুধবার সংগঠনের নাম তারা দেন মালদা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। ছবি ও তথ্য: দেবাশীষ পাল

বইমেলায় গাছ বিতরণ

আপনজন: বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে ৪৩ তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলায় বই প্রেমীদের বিনামূল্যে গাছ বিতরণ করছে প্রচেষ্টা ফাউন্ডেশন নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ছবি: সারিউল ইসলাম

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মন্দিরে চুরির ঘটনায় সাফল্য পুলিশের

ওবাইদুল্লা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাটে একাধিক মন্দিরে চুরির ঘটনায় তদন্ত নেমে বড়সড় সাফল্য পেল মগরাহাট থানার পুলিশ। ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি উদ্ধার করা হয় লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা সহ নগদ টাকা ও মোবাইল। ধৃতদের থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। উল্লেখ্য, গত রবিবার দিন মগরাহাট থানার মোহনপুর হালদারপাড়া এলাকায় পরপর পাঁচটি মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। স্থানীয় কালী মন্দির শিব মন্দির সহ ব্যক্তিগত তিনজন স্থানীয় বাসিন্দার বাড়ির মন্দির থেকে কয়েক লক্ষ টাকা সোনার গহনা সহ প্রণামির নগদ বেশ কিছু টাকা চুরি হয়। গহনা উদ্ধার করে এই ঘটনায়। আর তা নিয়েই বুধবার দিন সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ডায়মন্ড হারবার এসডিপিও মিতুন কুমার দে। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পাশাপাশি এই ঘটনায় আরো কারা যুক্ত রয়েছে এবং এই চোরের মালপত্র দ্বারা কোথায় পাচার করত তার তদন্ত চালাচ্ছে মগরাহাট থানার পুলিশ।

বোমাকে বল ভেবে খেলে বিস্ফোরণে আহত দুই শিশু

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বোমকে বল ভেবে হাতে তুলে খেলা করতে গিয়ে বোম ফেটে গুরুত্বর জখম দুই শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার কুশাবাড়ি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে আহতদের পরিচয় জানাযায় যথা আহত শিশুরা হলেন সায়ন মন্ডল(৮),শাহরুখ শেখ (১১)।
তাদের দুজনের বাড়ি কুশাবাড়িয়া এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে আরও জানাযায় ডোমকল থানার জুড়ানপুর অঞ্চলের কুশাবাড়িয়ায় এম সি একাডেমী নামে এক নার্সারি স্কুলের পাশে পড়েছিল সুতলী বোমা আর তখন শিশুরা খেলা করতে গিয়ে দেখে বলের মতো কিছু পড়ে রয়েছে তখন বল ভেবে তুলতে গেলেই বোম বিস্ফোরণ ঘটে যায় যার ফলে বিকট আওয়াজ শুনে ছুঁয়ে আসেন এলাকার মানুষ এসে দেখেন দুই শিশু পড়ে রয়েছে আহত অবস্থায় তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে আহতদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে চিকিৎসকেরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় ডোমকল থানার পুলিশ, ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কর ছড়ায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে কে বা কারা কি উদ্দেশ্য বোম রেখেছিল।

পৌষ মেলার প্রস্তুতিপর্ব শুরু

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা এবার শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লী মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এর আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সকাল থেকে মেলার মাঠে শুরু হয়ে গেছে। কারণ দীর্ঘ তিন বছর এই মেলার মাঠ পরিত্তক্ত অবস্থায় পড়েছিল। মেলার মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য বোলপুর পৌরসভা থেকে শুরু করে বিশ্বভারতী ও এই কাজে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে ও বীরভূম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাই বীরভূম জেলা প্রশাসন, বোলপুর ব্যবসা সমিতি, শান্তিনিকেতন হস্তশিল্প মার্কেট সমিতি , বিশ্বভারতীর আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন মাঠ পরিদর্শনে।

বিশেষ আলোচনা সভা শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর বিধান সভা কেন্দ্রের জয়নগর থানার অন্তর্গত শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর কেন্দ্রের বিধায়ক শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস আহ্ববানে জয়নগর কেন্দ্রের সমস্ত অঞ্চলের যুব ও মহিলা বুথ সভাপতিদের নিয়ে আজ২:৩০মিনিটে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে বিধায়ক শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস একটি সম্বর্ধনা ও আলোচনা সভা আহ্বান করেন। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রকে ২০২৪ সালে পাখির চোখ করে প্রচারে নামলেন এই সম্বর্ধনা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে। সামনে ২০২৪ লোকসভা ভোট। লোক সভা ভোটকে সামনে রেখে দলকে শক্তিশালী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতকে মজবুত করতে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ মেটাতে আজ সম্বর্ধনা আলোচনা সভা।
সম্বর্ধনা ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর কেন্দ্রের বিধায়ক শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর দুই নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল নস্কর, জয়নগর দুই নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জয়নগর কেন্দ্রের প্রতিটি অঞ্চলের প্রধান উপ-প্রধান সহ একাধিক বিশিষ্ট নেতৃত্বরা।

প্রথম নজর

রমযান শুরুর তারিখ ঘোষণা করল আরব আমিরাত

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতে রমজান শুরুর আর মাত্র ৯০ দিন বাকি। দুবাই ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড চ্যারিটেবল অ্যাক্টিভিটিস ডিপার্টমেন্ট (আইএসিএডি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হিজরি ক্যালেন্ডার অনুসারে, দেশটিতে রমজান শুরু হবে ২০২৪ সালের ১২ মার্চ। খালিজ টাইমসের খবর।

ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র মাস হিসেবে বিবেচিত এই মাসে মুসলমানরা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা রাখেন।

সাধারণত রমজানে দেশটিতে অফিসের সময় কমে যায়। হিজরি ক্যালেন্ডারের অন্য সব মাসের মতো এ মাসের শুরুও চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। তবে প্রকৃত তারিখ চাঁদ দেখা সাপেক্ষে এবং কর্তৃপক্ষের ঘোষণার ওপর নির্ভর করে। এ ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা মোটামুটি সঠিকভাবে সম্ভাব্য তারিখের পূর্বাভাস দিতে পারে।

গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত খালিজ টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আরব আমিরাতে বসন্ত শুরু হওয়ায় রমজানে তাপমাত্রা শীতল থাকবে। স্কুলগুলো রমজানের ছুটির জন্য বন্ধ থাকবে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের তুলনায় দেশটিতে এবার রোজার সময় কমছে। এ বছর রমজান মাসের প্রথম দিনে আমিরাতের মুসলমানরা ১৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট রোজা রাখবেন।

মাস শেষে রোজার সময় প্রায় ১৪ ঘণ্টায় পৌঁছে যাবে। গত বছর রোজার সময় ছিল ১৩ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট এবং ১৪ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের মধ্যে।

আইএসিএডি ক্যালেন্ডার অনুসারে, এবার পবিত্র রমজান মাস ২৯ দিনের হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রোজা শেষ হবে এপ্রিল মাসের ৯ তারিখ মঙ্গলবার। রোজা শেষে পালন করা হবে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর।

এ বছরে ঈদ উপলক্ষে ছয় দিনের ছুটি পেতে যাচ্ছে দেশটির মানুষ। সরকার ইতিমধ্যে রমজান মাসের ২৯ তারিখ থেকে শাওয়াল মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত ঈদের সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে।

গাজায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা বেড়ে ১৮,৬০৮

আপনজন ডেস্ক: গত ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১৮ হাজার ৬০৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। হামাস শাসিত অঞ্চলটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল-কুদরা বুধবার এক সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

এ ছাড়াও হামলায় আরো ৫০ হাজার ৫৯৪ জন আহত হয়েছে জানিয়ে মুখপাত্র আশরাফ আল-কুদরা বলেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় বিপুলসংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত রয়ে গেছে।

প্রায় দুই মাস আগে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের আন্তঃসীমান্ত আক্রমণের প্রতিশোধ হিসেবে ইসরায়েল আকাশ ও স্থল থেকে গাজা উপত্যকায় বোমাবর্ষণ করছে, অবরোধ আরোপ করেছে এবং স্থল অভিযান চালিয়েছে।

ইসরায়েলি সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে, হামাসের হামলায় নিহতের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ২০০।

গাজাবাসীর সময় ও বিকল্প ফুরিয়ে যাচ্ছে: ইউএনআরডাব্লিউএ প্রধান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজারিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের কারণে গাজার জনগণের 'সময় ও বিকল্প ফুরিয়ে যাচ্ছে'। তিনি বুধবার জেনেভায় গ্লোবাল রিফিউজি ফোরামে ভাষণ দেওয়ার সময় এ কথা বলেন।

লাজারিনি বলেছেন, 'তারা (ফিলিস্তিনিরা) একটি সংকুচিত জায়গায় বোমাবর্ষণ, বঞ্চনা ও রোগের সম্মুখীন হচ্ছে।' তিনি গাজার পরিস্থিতিকে 'পৃথিবীতে নরক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

পাশাপাশি সতর্ক করে বলেন, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের লোকেরা '১৯৪৮ সাল থেকে তাদের ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়ের মুখোমুখি হচ্ছে এবং এটি একটি বেদনাদায়ক ইতিহাস'।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের মতে, ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাস যোদ্ধাদের চালানো হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ মানুষ নিহত এবং প্রায় ২৪০ জন জিম্মি হয়েছে।

সেই হামলার পর গাজায় সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, গাজায় ইসরায়েলের নিরলস বোমাবর্ষণ ও স্থল অভিযানে অঞ্চলটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। এখন পর্যন্ত সাড়ে ১৮ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। জাতিসংঘের অনুমান, গাজার ২৪ লাখ মানুষের মধ্যে ১৯ লাখ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং তারা প্রতিদিন প্রায় ১০০টি সহায়তা ট্রাক থেকে পণ্য গ্রহণ করছে।

লাজারিনি বলেছেন, 'আমরা পর্যাপ্ত মানবিক প্রতিক্রিয়া থেকে অনেক দূরে রয়েছি।' তাঁর মতে, যখন সহায়তা বিতরণ করা হয়, তখন প্রায়ই একটি বৃহৎ পরিবারকে একটি টুনা বা মটরশুঁটির ক্যান এবং এক বোতল জলকে ভাগাভাগি করতে হয়।

প্রায়ই তারা এর চেয়ে বেশি কিছু পায় না। জাতিসংঘের সংস্থার প্রধান বর্ণনা করেছেন, মানুষ ত্রাণবাহী ট্রাক থামাচ্ছে এবং হতাশায় রাস্তায় পাওয়া খাবার খাচ্ছে। গাজায় অধিকাংশ সহায়তা বিতরণ ইউএনআরডাব্লিউএর ওপর নির্ভর করে। তবে সংস্থাটির প্রধান সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তাঁর সংস্থার সক্ষমতা 'এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে'। এ ছাড়া গাজার জনগণ এখন মিসরীয় সীমান্তের কাছে মূল ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশেরও কম অংশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে উল্লেখ করে লাজারিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভয়ানক পরিস্থিতি শিগগিরই দেশত্যাগের সূত্রপাত করতে পারে। তিনি বলেন, 'এটা ভাবা অবাস্তব যে মানুষ এ ধরনের অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মুখে স্থিতিশীল থাকবে, বিশেষ করে যখন সীমান্ত এত কাছাকাছি।'

মিসরীয় সীমান্তের রাফাহ শহরের একমাত্র ক্রসিং দিয়ে সহায়তা গাজায় প্রবেশ করছে। সেখানকার জনসংখ্যা দুই লাখ ৮০ হাজার থেকে বেড়ে ১০ লাখেরও বেশি হয়েছে বলে লাজারিনি জানিয়েছেন।

হামাসের সুড়ঙ্গে সাগর থেকে জল ঢালতে শুরু করেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সুড়ঙ্গগুলোতে সাগরের জল ঢালতে শুরু করেছে হানাদার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। কয়েক সপ্তাহ ধরে এ প্রক্রিয়া চলতে পারে। মঙ্গলবার মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

এ ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তবে তিনি সরাসরি কিছু বলতে রাজি হননি। শুধু বলেছেন, ইসরায়েল থেকে হামাসের হাতে আটক হওয়া ব্যক্তিদের কেউ ওই সুড়ঙ্গগুলোতে নেই বলে তাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গাজায় হামাসের সুড়ঙ্গের যে বিশাল গোলকধাঁধা আছে, সেখানে সম্প্রতি সাগর থেকে সেঁচের মাধ্যমে জল ঢালতে শুরু করেছে ইসরায়েল।

আরেক মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজও পরে একই রকমের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়, জল ঢালার এ প্রক্রিয়া সীমিত আকারে চালানো হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ, কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের বিশ্বাস হামাস গোষ্ঠী ৭ অক্টোবরের নজিরবিহীন হামলার সময় ধরে নিয়ে যাওয়া জিম্মিদের গাজার ভূগর্ভস্থ টানেলগুলোতে বন্দি করে রেখেছে। পাশাপাশি এসব টানেলে হামাসের যোদ্ধারাও তাদের অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার নিয়ে আত্মগোপন করে আছে। এসব টানেল থেকে বের হয়ে তারা ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে আবার সেখানে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভূগর্ভে সাগরের লবণাক্ত জল ঢালার এ কার্যক্রমে গাজার সুপেয় জলর সরবরাহ বিপন্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কিছু মার্কিন কর্মকর্তা। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এ প্রতিবেদনের বিষয়ে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্রও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব দেননি। প্রেসিডেন্ট বাইডেন জানিয়েছেন, গাজার টানেলগুলোকে কোনো জিম্মি নেই বলে শুনেছেন তিনি, কিন্তু খবরগুলো নিশ্চিত করা হয়নি।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মাঝে এক সপ্তাহের 'মানবিক বিরতি' চলাকালে কিছু জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছিল হামাস। ওই সব জিম্মিদের কয়েকজন জানিয়েছেন, তাদের গাজার টানেলগুলোতে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছিল, তারা প্রকাশিত এসব ভাষ্য যাচাই করে দেখছে।

এবার মিত্রদের চাপে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধের জন্য মিত্রদের কাছ থেকে চাপের মুখে পড়েছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলের প্রধান সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৭ অক্টোবরের হামলার জবাবে 'নির্বিচার' বোমাবর্ষণের সমালোচনা করেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদও বিধ্বস্ত অঞ্চলে অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির দাবিতে একটি অবাধ্যতামূলক প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে।

ইসরায়েল হামাসকে ধ্বংস করার এবং জিম্মিদের ঘরে ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়ে গাজায় ভয়ংকর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ইসরায়েলি হামলায় ১৮ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। বুধবার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজা অঞ্চল জুড়ে ইসরায়েলি বিমান হামলার সর্বশেষ হামলায় কমপক্ষে আরও ৫০ জন নিহত হয়েছে।

বাইডেন ওয়াশিংটনে একটি প্রচারণা অনুষ্ঠানে বলেছেন, হামাসের হামলার পর ইসরায়েল 'বেশিরভাগ বিশ্বের সমর্থন পেয়েছে'। 'কিন্তু নির্বিচারে বোমা হামলার কারণে তারা সেই সমর্থন হারাতে শুরু করেছে।'

ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে জো বাইডেন বলেন, 'নিরীহ ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা এখন বড় উদ্বেগের বিষয়'। অনেক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে উল্লেখ করে ওয়াশিংটন কয়েক সপ্তাহ ধরে ইসরায়েলকে গাজায় বেসামরিক হতাহতের ঘটনা এড়াতে আরও সচেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও বলেছেন, গাজা কীভাবে শাসিত হবে তা নিয়ে বাইডেনের সাথে একটি 'বিরোধ' তৈরি হয়েছে, যা মিত্রদের মধ্যে একটি বিরল ফাটল তৈরি করেছে।

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং নিউজিল্যান্ডের নেতারা ইসরায়েলের অন্যান্য মিত্ররা একটি যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে বলেছে, হামাসকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় ফিলিস্তিনি বেসামরিকদের জন্য 'নিরন্তর দুর্ভোগ' গ্রহণযোগ্য নয়। প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ, জাস্টিন ট্রুডো এবং ক্রিস্টোফার লুক্সন এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, 'গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের জন্য নিরাপদ স্থান হ্রাসে আমরা শঙ্কিত।'

'হামাসকে পরাজিত করার মূল্য সমস্ত ফিলিস্তিনি বেসামরিক মানুষের ক্রমাগত দুর্ভোগের মাধ্যমে হতে পারে না।' মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যুদ্ধবিরতির দাবিতে একটি প্রস্তাব পাস করার পরে তারা বিবৃতি দিয়েছে। এতে ১৯৩টির মধ্যে ১৫৩টি সদস্য দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলেও ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের জন্য রাশিয়ার নিন্দা করার প্রস্তাব গুলোকে নিয়মিত সমর্থন করে এমন দেশগুলোর সংখ্যা ১৪০ বা তার বেশি দেশ গাজায় যুদ্ধ বিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছে।

ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজারিনি গাজার পরিস্থিতিকে 'পৃথিবীতে নরক' হিসাবে বর্ণনা করার সময় এই প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হলো।

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোটাধিকার হরণ করতে লোকদেখানো নির্বাচনের ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন গণফোরামের (একাংশ) নেতারা। তাঁরা বলেছেন, এই 'ডামি' নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতা দখল করতে দেবে না বাংলাদেশের জনগণ। আজ বুধবার রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে আয়োজিত সমাবেশে গণফোরাম নেতারা এসব কথা বলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি চেয়ে প্রস্তাব পাস জাতিসংঘে

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনের গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে।

ধবার ভোর ৪টার আগে জাতিসংঘে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রস্তাবটি পাস হয়। খবর: সিএনএন ও আলজাজিরা'র

মানবিক দিক বিবেচনায় গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে মৌরিতানিয়া ও মিসর এই প্রস্তাব তুলেছিল। বাংলাদেশ ও ভারতসহ ১৫৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলসহ ১০টি দেশ ভোট দিয়েছে বিপক্ষে। আর ভোটদানে বিরত ছিল ২৩টি দেশ।

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান নৃসংশ হামলা থামানোর আহ্বান জানিয়ে গত শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব তুলেছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত।

প্রস্তাবটিতে ভেটো দেয় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র। গাজায় দুই মাসের বেশি সময় ধরে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এতে করে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ উপত্যকাটির ১৮ হাজারের বেশি মানুষ নিহত ও ২৩ লাখ বাসিন্দার ৮০ ভাগই উদ্বাস্তু হয়েছেন।

গাজার আরেক হাসপাতালে ইসরায়েলি তাণ্ডব

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকায় প্রাণঘাতী হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহর এবং মিসর সীমান্তবর্তী রাফাহ শহরে হামাসের সঙ্গে লড়াই হয়েছে ইসরায়েলি বাহিনীর। গতকাল মঙ্গলবার উত্তর গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালে তাণ্ডব চালিয়েছে ইসরায়েল। যুদ্ধবিরতির দাবিতে গতকাল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। গাজায় দুই-তৃতীয়াংশ হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৯ মি.

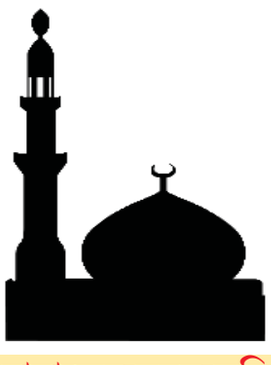

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪২	৬.০৮
যোহর	১১.৩৬	
আসর	৩.১৮	
মাগরিব	৪.৫৯	
এশা	৬.১৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

হামাস সংশ্লিষ্টদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নতুন নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র বুধবার হামাস ও ফিলিস্তিন ইসলামিক জিহাদের (পিআইজে) সঙ্গে যুক্ত অন্যতম নেতা এবং অর্থদাতাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফা নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে। অফিশিয়াল বিবৃতি অনুসারে, সমন্বিত 'নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য সম্পদ জব্দ করা এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে হামাসকে বিচ্ছিন্ন করা'।

নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হওয়া সাত ব্যক্তির মধ্যে হামাসের সহপ্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ জাহার এবং হামাসের বহিরাগত সম্পর্কের প্রধান আলি বারাকা রয়েছেন, যিনি ৭ অক্টোবরের হামলাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন এবং জিম্মিদের ন্যায্যতা দিয়েছিলেন। পাশাপাশি হামলার সঙ্গে জড়িত আরেকটি গ্রুপ ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের একজন নেতার ওপরও এই নিষেধাজ্ঞাগুলো আরোপ করা হয়েছে।

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন, 'গাজায় হামাসের কোনো ভবিষ্যৎ থাকতে পারে না।

হামাস ও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের ওপর আজকের নিষেধাজ্ঞা তাদের অর্থায়নের পথ বন্ধ করে দেবে এবং তাদের আরো বিচ্ছিন্ন করবে।'

ব্রিটিশ এ মন্ত্রী আরো বলেন, 'আমরা একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছনোর জন্য অংশীদারদের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব, যাতে ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনিরা শান্তিতে বসবাস করতে পারে।'

দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত ক্রোয়েশিয়ার অর্থমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশ ক্রোয়েশিয়ার অর্থমন্ত্রী ও তার উপদেষ্টাকে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি দুই মন্ত্রীর দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পরই তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

ক্রোয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেজ প্লেনকোভিচ মঙ্গলবার বলেছেন, তিনি অর্থমন্ত্রী ডাভর ফিলিপোভিচ এবং তার উপদেষ্টা জুরিকা লোভরিনসেভিচকে বরখাস্ত করেছেন।

ইউক্রেনকে ২০০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

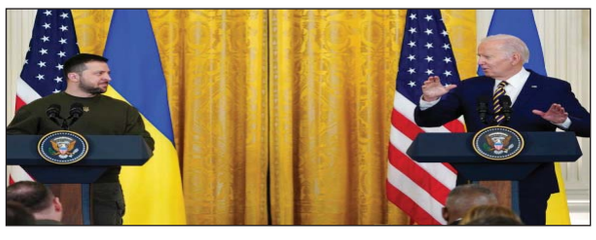

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে ইউক্রেনকে আরো ২০০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সর্বশেষ এই প্যাকেজের মধ্যে আকাশ প্রতিরক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধির সরঞ্জামসহ আর্টিলারি গোলাবরুদ ও ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্রও রয়েছে। মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত এই ২০০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করে।

বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, ইউক্রেনের 'গুরুত্বপূর্ণ' নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা চাহিদার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য এই সহায়তা ঘোষণা করেছে বাইডেন প্রশাসন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বলেছেন, রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি অটুট রয়েছে। ইউক্রেনের জন্য নতুন এই সহায়তা প্যাকেজ এমন এক সময়ে ঘোষণা করা হল যখন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎসহ সহায়তা অব্যাহত রাখার আবেদন নিয়ে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন।

গাজায় দুই কমান্ডারসহ ১০ ইসরায়েলি সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে এক দিনে দুই কমান্ডারসহ অন্তত ১০ ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে এক কর্নেলও রয়েছেন। তিনি গোলান পদাতিক ব্রিগেডের একটি ফরোয়ার্ড ঘাঁটির নেতৃত্ব ছিলেন।

বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইসরায়েল।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, উত্তর গাজার শেজাইয়া শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালানোর সময় ওইসব সেনারা নিহত হন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অস্ত্র ও প্রকৌশল বাহিনীর সঙ্গে গোলানি ব্রিগেডের পদাতিক সৈন্যরা কাসবাহ বা শেজাইয়ার কেন্দ্রস্থলে অনুসন্ধান অভিযান চালাচ্ছিল। এটি উত্তর গাজায় হামাসের সবচেয়ে সুরক্ষিত ঘাঁটি। পরিত্যক্ত ভেবে তিনটি ভবনের একটি ক্লাস্টারে অনুসন্ধান চালাতে প্রবেশ করেছিল ইসরায়েলি সেনারা। সুড়ঙ্গের প্রবেশদ্বার দিয়ে একটি ভবনে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর হামাস যোদ্ধারা অতর্কিত হামলা চালায়। এসময় ইসরায়েলের ওই দশ সেনা নিহত হয়।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলেছে, এ নিয়ে স্থল আক্রমণে নিহত সেনার সংখ্যা ১১৫ জনে দাঁ

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৩৬ সংখ্যা, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২৯ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

‘কনফারেন্স অব পার্টিজ’

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবিলা করিবার বিষয়টিকে এই ধরিত্রীর বুকে মানুষের বাঁচা-মরার সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা একটি ব্যাপারে একমত যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস করিতেই হইবে। যদিও সৃষ্টির শুরু হইতে এখন অবধি পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটিয়াছে শতসহস্র বার। ইহা প্রকৃতির একটি নিরন্তর খেলা। বিজ্ঞানীরা ধারণা করিয়া থাকেন, এখন অবধি পাঁচ বার পৃথিবীতে প্রাণের মহাবিলুপ্তি ঘটিয়াছে। আমরা নুহ নবির (আ.) নৌকার কথা জানি, যখন পৃথিবীতে মহাপ্লাবন হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন, পৃথিবীতে জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্যই একেক সময় প্রাণের মহাবিলুপ্তি ও মহাপ্লাবনের মতো ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু প্রায় ৩০০ বত্সর পূর্বে শুরু হওয়া শিল্পায়নের পর হইতে এখন অবধি পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়িয়াছে।

এই ধরিত্রীকে রক্ষা করিতে প্রথম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল জার্মানির বার্লিনে, ১৯৯৫ সালে। এইবার মরুশহর দুবাইতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে ২৮তম জলবায়ু সম্মেলন, যাহার আনুষ্ঠানিক নাম কনফারেন্স অব পার্টিজ-২৮ বা কপ-২৮। যদিও বহু পরিবেশবাদী সংগঠন এবং বিশেষজ্ঞ সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হওয়া জলবায়ু সম্মেলন বা কপ ২৮-এ আলোচনার ফলাফল লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ, আরব আমিরাত নিজেই অন্যতম একটি জীবাশ্ম জ্বালানি উত্পাদনকারী দেশ। তবে আয়োজক যাহারাই হউক না কেন, কপ সম্মেলনের সাফল্যের বিষয়টি ধারাবাহিক ও দীর্ঘসূত্রতাপূর্ণ। ইতিমধ্যে ২৮টি বত্সর হইয়া গিয়াছে এই ধরনের সম্মেলনের। প্রতি বত্সরই অল্পবিস্তর অগ্রগতি থাকে, অন্তত ভবিষ্যত্ পরিকল্পনার অগ্রগতি তো থাকেই। এই বত্সর কপ-২৮-এর শীর্ষ সম্মেলনে মূলত চারটি ‘বিশেষ পরিবর্তন’-এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহা হইল—জীবাশ্ম জ্বালানি হইতে ক্রমশ বাহির হইয়া আসিবার কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত করা; জলবায়ু অর্থ ব্যবস্থার রূপান্তর; জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জনগণ এবং প্রকৃতির ভূমিকা এবং নারী, আদিবাসী, স্থানীয় সম্প্রদায়, তরুণদের শীর্ষ সম্মেলনে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

বিশ্বের যেই সকল দেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সবচাইতে অধিক ঝুঁকিতে রহিয়াছে, বাংলাদেশ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে এখন দুর্যোগ অধিক হইতেছে, নদীভাঙন বাড়িতেছে, বেশি বেশি ঝড়, দীর্ঘমেয়াদি বন্যা হইতেছে। ইহার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে তৈরি হইতেছে মরু শুষ্কতা এবং দক্ষিণবঙ্গে বাড়িতেছে লবণাক্ততা। এই সকল কিছুই হইতেছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে; কিন্তু এই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য যত কার্বন নিঃসারণ হয়, সেইখানে বাংলাদেশের মতো দেশগুলির দায় খুবই সামান্যই; কিন্তু ভোগান্তি অনেক বেশি। এই কারণেই সংকট মোকাবিলায় তহবিল বরাদ্দ ও তাহার ব্যয়ের উপর জোর দিতেছে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ। দুবাইয়ে কপ-২৮ সম্মেলন শুরু হয় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় একটি তহবিল ঘোষণার মাধ্যমে। সম্মেলনের প্রথম দিনেই তহবিলের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি আসে ৪২ কোটি ৩০ লাখ ডলার, যাহা নবম দিনে আসিয়া ঠেকিয়াছিল ৭২ কোটি ৬০ লাখ ডলারে। যদিও কার্বন নিঃসারণ কমাইবার যেই শর্ত—তাহা বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় অত্যন্ত কঠিন।

অনেক বিজ্ঞানী বলিয়া থাকেন, প্রাক-শিল্পায়নের যুগ হইতে এখন অবধি প্রায় ৩০০ বত্সরের হিসাব দিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের স্পষ্ট সমীকরণ টানিবার সুযোগ নাই। কারণ পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। অন্যদিকে কার্বন নিঃসারণ কমাইবার শর্তের মধ্যে বৈষম্যও দেখিতে পাইতেছে উঠতি শিল্পোদ্যোগী দেশসমূহ। কারণ, যাহারা ইতিপূর্বে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হইয়াছে, তাহারা এতকাল নির্বিচারে কার্বন নিঃসারণ করিয়াছে; কিন্তু যাহারা এখন শিল্প-কলকারখানার মাধ্যমে তাহাদের অর্থনীতিকে উন্নতির কাতারে লইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে, তাহারা কেন এখন এত রকম শক্ত শক্ত শর্ত মানিবে? মনে রাখিতে হইবে, আমাদের একটাই প্লানেট। সুতরাং প্রতি বত্সর ‘কনফারেন্স অব পার্টিজ’-এর কাঁধেই বর্তায় পৃথিবীকে রক্ষারও মহাদায়িত্ব।

জলবায়ু সম্মেলন থেকে কী আশা করেন!

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জলবায়ু সংকট বিষয়ে কাজ করার সুবাদে আমি বলতে পারি যে, জলবায়ু সমস্যার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি অগ্রাহ্যতা বা উদাসীনতা নয়, বরং সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি হচ্ছে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি। এ কারণেই এবার দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত কপ-২৮-এর ফলাফল এত হতাশাজনক। লিখেছেন জন ডি. সাটার।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জলবায়ু সংকট বিষয়ে কাজ করার সুবাদে আমি বলতে পারি যে, জলবায়ু সমস্যার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি অগ্রাহ্যতা বা উদাসীনতা নয়, বরং সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি হচ্ছে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি। এ কারণেই এবার দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত কপ-২৮-এর ফলাফল এত হতাশাজনক। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মতো বিপর্যয়কে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য একটা আন্তর্জাতিক সমাবেশে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে অধিক বাসযোগ্য একটা পৃথিবী গড়তে এবং মানবজাতির ভবিষ্যেক আরো নিরাপদ করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়েছেন দুবাইয়ে। একটা বিষয় সবার কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত। বায়ু এবং সৌরশক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে বিশ্ব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করবে, মানবজাতির জন্য সেটা ততই মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে আমাদের সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং রাজনৈতিক সহযোগিতা উভয়ই রয়েছে।

তার পরও (কনফারেন্স অব পার্টিজ) কপ-২৮-এর আলোচনা বিতর্ক এবং বিভ্রান্তিতে পরিণত হয়েছে। এবারের আয়োজক সংযুক্ত আরব আমিরাত, যে দেশ নিজেই জীবাশ্ম জ্বালানি রপ্তানি করে থাকে। এবারের কপ-২৮-এর সভাপতি হলেন—সুলতান আল জাবের, যিনি একাধারে একটি নবায়নযোগ্য শক্তি কোম্পজলর প্রধান এবং আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পজলর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু আলোচনা চালানোর জন্য একজন তেল ব্যবসায়ীকে নিয়োগ করা আর একজন বন্দুক ব্যবসায়ীকে বন্দুকের ব্যবহার বন্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করা একই কথা। এক্ষেত্রে কখনো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়।

এখানে মি. আল জাবের যে মন্তব্য করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ এই বিশ্বে সবাই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। তিনি বলেছেন ‘এই মুহূর্তে জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পূর্ণ বন্ধ করলে আমাদেরকে আবার গুহায় বাস করার যুগে ফিরে যেতে হবে।’ তিনি এটাও বলেছেন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করলেই যে আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব, তার কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। অথচ এবারের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কীভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

তিনি কপ-২৮ শুরু হওয়ার পূর্বে গত ২১ নভেম্বর বলেছিলেন, ‘আপনারা আমাকে এমন একটা রোডম্যাপ দেখান, যেখানে জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধের মাধ্যমে একটা টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করলে আমাদেরকে আবার গুহার যুগে ফিরে যেতে হবে।’ তার এই মন্তব্য আয়ারল্যান্ডের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং জাতিসংঘের বিশেষ জলবায়ু বিষয়ক দূত মেরি রবিনসনের সঙ্গে একটা কথোপকথনের অংশ ছিল, যা সর্বপ্রথম দ্য গার্ডিয়ানের একটা রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তারা উক্ত কথোপকথনের ভিডিও তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। তিনি বলেন, ‘বিজ্ঞান এমন কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না, যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করলেই আমরা বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারব।’ কপ-২৮ চলাকালীন গত রবিবার জাতিসংঘের এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের একটা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ‘বৈশ্বিক জলবায়ু লক্ষ্য পূরণের জন্য অতি দ্রুত কৌশলগতভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে।’ এরপর সোমবার মি. আল জাবের একটা সংবাদ সম্মেলনে তার কথা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমি বিজ্ঞানকে সম্মান করি এবং আমার মন্তব্যগুলোকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমি বারবার বলেছি যে, নিরাপদ বিশ্বের জন্য কৌশলগতভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি।’ ততক্ষণে অবশ্য তার আগের মন্তব্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী সমালোচনার ঝড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই পুরো প্রক্রিয়ায় মি. আল জাবেরের উদ্দেশ্য নিয়ে পর্যবেক্ষকদের প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে এবং সাধারণ জনগণেরও এটা জানার অধিকার রয়েছে যে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বনেতারা আসলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করছে কি না। জলবায়ু সংকট নিরসনে জীবাশ্ম জ্বালানির ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়ার বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখজনক। সেটাও আবার এমন একটা প্ল্যাটফরমে, যার আয়োজনই করা হয়েছে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কীভাবে হ্রাস করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। যেখানে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে জীবাশ্ম জ্বালানি একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং সেটা কয়েক দশক আগেই পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেখানে এমন মন্তব্য মোটেও সমীচীন নয়। ১৯৭০-এর দশকে জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পজলগুলো তামাকশিল্পের মতো ধূর্ত পন্থা অবলম্বন করে মানুষের মনে তাদের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। সেই সন্দেহের ফল আজও জলবায়ু সংকট নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে লক্ষ করা যায়। জনসাধারণের মধ্যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার সুযোগ এমনিতেই কম। বছরে একবার ‘কনফারেন্স অব পার্টিজ’ মিটিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংকট সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির একটা সুযোগ পাওয়া যায়। তার ওপর সেখানে যদি মানুষের মধ্যে জলবায়ু সংকটের উত্স সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়, তাহলে তা খুবই হতাশাজনক। ক্লাইমেট চেঞ্জ কমিউনিকেশনের ইয়েল প্রোগ্রামের ২০২১ সালের জরিপ অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৩৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি জলবায়ু সংকট সম্পর্কে আলোচনা করে।

আমাদের গ্রহের বাসযোগ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকায় আমরা যা আশা করি, তা পুরোপুরিভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের বিশ্ব যে আজ দাবানল, চরম আবহাওয়া, খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে, তার কারণ আমরা নিজেরাই। আমরাই আমাদের বিশ্বকে ধীরে ধীরে বসবাসের অযোগ্য করে তুলছি। আমরা যে কতটা বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তা মি. আল জাবেরের মন্তব্য পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়। সাময়িক লোভের জন্য নিজেরাই আমাদের বাসস্থানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নির্গত তাপ ও কার্বনের ফলে বছরের পর বছর দূষণ বেড়েই চলেছে। প্রচুর লোক এবং কোম্পজল রয়েছে যারা এটা থেকে লাভবান হচ্ছে। সম্ভবত আল জাবেরকে পদত্যাগ করার আহ্বান কপ-২৮-এর বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করার জন্য একটা স্বল্পমেয়াদি সমাধানের অংশ হতে পারে। তবে এখানে একটা বিষয় রয়েছে, যা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সেটা হলো আমাদের অবশ্যই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার দাবি তুলতে হবে।

কপ-২৮-এ উপস্থিত বিশ্বনেতাদের উচিত, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার সীমিতকরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সে উদ্দেশ্যে কাজ করা। জনসাধারণের কাছে এ ব্যাপারে তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

তার পরও (কনফারেন্স অব পার্টিজ) কপ-২৮-এর আলোচনা বিতর্ক এবং বিভ্রান্তিতে পরিণত হয়েছে। এবারের আয়োজক সংযুক্ত আরব আমিরাত, যে দেশ নিজেই জীবাশ্ম জ্বালানি রপ্তানি করে থাকে। এবারের কপ-২৮-এর সভাপতি হলেন—সুলতান আল জাবের, যিনি একাধারে একটি নবায়নযোগ্য শক্তি কোম্পজলর প্রধান এবং আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পজলর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু আলোচনা চালানোর জন্য একজন তেল ব্যবসায়ীকে নিয়োগ করা আর একজন বন্দুক ব্যবসায়ীকে বন্দুকের ব্যবহার বন্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করা একই কথা। এক্ষেত্রে কখনো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে মি. আল জাবের যে মন্তব্য করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ এই বিশ্বে সবাই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। তিনি বলেছেন ‘এই মুহূর্তে জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পূর্ণ বন্ধ করলে আমাদেরকে আবার গুহায় বাস করার যুগে ফিরে যেতে হবে।’ তিনি এটাও বলেছেন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করলেই যে আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব, তার কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। অথচ এবারের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কীভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

লেখক: জলবায়ু সাংবাদিক এবং ননফিকশন চলচ্চিত্র নির্মাতা। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়ার ভিজিটিং প্রফেসর

সিএনএন থেকে অনুবাদ

গৃহযুদ্ধে কি সব হারাতে যাচ্ছে জান্তা সরকার

জন পি রুহেল

মায়ানমারে ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর দেশটির স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেছে। চলতি বছরের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী ও গণতন্ত্রপন্থী গ্রুপ একজোট হয়ে হামলা চালানোর পর বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি, গ্রাম ও সীমান্ত এলাকায় অস্থিতিশীলতা অনেক বেশি বেড়ে গেছে।

তাতমাদো নামে পরিচিত মায়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশটির জাতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠ বামার অধ্যুষিত মধ্য ও উপকূলীয় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ এখন পর্যন্ত নিজেদের হাতে রাখতে পারলেও সীমান্ত এলাকার বেশির ভাগই সরকারবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। দিনকে দিন সেখানকার আরও এলাকা জান্তা সরকারের হাতছাড়া হচ্ছে।

মায়ানমারের এই অস্থিরতা আচমকা কোনো ঘটনা নয়। এখানকার বাস্তবতার সঙ্গে ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক আছে।

১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করার পর দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের গৃহযুদ্ধ দেখেছে। সীমিত পরিসরের গণতন্ত্রের নিরীক্ষা চলাকালে মায়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকার এবং জাতিগত সশস্ত্র সংগঠনগুলোর (এথনিক আর্মড অর্গানাইজেশনস, সংক্ষেপে যাকে বলা হয় ‘ইএও’) মধ্যে ছোটখাটো সংঘাত বাধত।

১৯৬২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সেখানে আরও বেশি সংখ্যক ইএওর উত্থান হয় এবং সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ বেড়ে যায়।

২০১৫ ও ২০২০ সালের নির্বাচনে অং সান সু চির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) ভূমিধস বিজয়ের মধ্য দিয়ে জান্তা এবং জান্তাবিরোধীদের মধ্যে মিলমিশের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু ২০২১ সালে তাতমাদো জান্তা সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দেশটিকে আবার অস্থিতিশীলতায় নিমজ্জিত করে। ২০২৩ সালের শরতে জান্তাবিরোধী শক্তিগুলো এক হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে।

বর্তমানে ইওএ ও বার্মা কমিউনিস্ট পার্টির (বিসিপি) পুনর্গঠিত সশস্ত্র সংগঠন এমএনডিএএ ছাড়াও অভ্যুত্থানের কারণে ক্ষমতা হারানো এমপি ও রাজনীতিকদের গঠন করা ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের (এনইউজি) মদদপুষ্ট সশস্ত্র সংগঠন পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেসের (পিডিএফস) সম্মিলিত শক্তি সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় রয়েছে।

জান্তা সরকার এর আগে সব ধরনের সরকারবিরোধী আন্দোলন বর্ডার গার্ড ফোর্সেস (বিজিএফ) ও অন্যান্য সরকারপন্থী মিলিশিয়া গ্রুপের সহায়তায় সফলভাবে দমন করে এসেছে। ফলে এসব বাহিনীর ওপর সরকারের নির্ভরশীলতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মায়ানমারের সমাজের বিশাল অংশ এখন সরকারের বিরুদ্ধে এমনভাবে লড়াই করছে, যা জান্তা সরকারের ‘বিভাজন করো ও শাসন চালিয়ে যাও’ নীতিকে অনেক কম কার্যকর করে তুলেছে।

মায়ানমারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিন্ট সোয়ে বলেছেন, দেশটি ‘কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে’। তাঁর এই ঘোষণা সামরিক কর্মকর্তাদের রাজধানী নেপিডো (এটি একটি পরিকল্পিত শহর, যা কড়া নিরাপত্তার কারণে কার্যত একটি দুর্গ হিসেবে কাজ করে) থেকে পিছু হটতে প্ররোচিত করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মায়ানমারের জন্মক্ষণ থেকেই দেশটির বিষয়ে চীনের ভূমিকার ঠিক ঠিকানা নেই। মায়ানমারের কমিউনিস্ট পার্টি বা বিসিপি এবং অন্যান্য চীনপন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপকে চীন সমর্থন দিয়ে এলেও ১৯৯০-এর দশকে পশ্চিমারা মায়ানমারকে একঘরে করার পর জান্তা সরকার চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। মায়ানমারকে স্থিতিশীল রাখতে এবং দক্ষিণ চীনের সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখতে বেইজিং মায়ানমারকে সহায়তা দিতে থাকে। এ ছাড়া চীন মায়ানমারের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) অংশ হিসেবে চায়না-মায়ানমার ইকোনমিক করিডর (সিএমইসি) বানাচ্ছে। এই প্রকল্পের কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে পেতে চীন মায়ানমারের সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত চীন একদিকে জান্তা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রেখেছে, গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছে, আবার আরেক দিকে জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

২০২১ সালে অভ্যুত্থানের পর চীনের এসব প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং চীনের পরিচালিত বিভিন্ন অবকাঠামোতে বিদ্রোহী গ্রুপগুলো হামলা চালায়। জান্তা সরকার এসব হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ায় জান্তার সঙ্গে বেইজিংয়ের উত্তেজনা শুরু হয়। এটি মায়ানমারের জান্তা সরকারের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা দেবে বলে ধারণা করা যায়।

জন পি রুহেল ওয়াশিংটন ডিসিতে বসবাসকারী একজন অস্ট্রেলিয়ান-আমেরিকান সাংবাদিক। তিনি স্ট্র্যাটেজিক পলিসির প্রদায়ক সম্পাদক এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

পড়ুয়াদের সাথে একটু অন্যরকম ভাবে দিন কাটালেন শিক্ষকরা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই শেষ হয়ে যাবে আরো একটি শিক্ষা বর্ষ। নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন বিদ্যালয়ে (সব ক্ষেত্রে নয়) ভর্তি হবে পড়ুয়ারা। ইতিমধ্যে জেলার প্রায় বেশিরভাগ বিদ্যালয় গুলিতেই শেষ হয়ে গেছে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। শীঘ্রই ফল প্রকাশের পর হাতে প্রগতি পত্র পেয়ে যাবে পড়ুয়ার। নতুন বছরে নতুন শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার আগে পড়ুয়াদের নিয়ে একটু অন্যরকম ভাবে দিনটি কাটালেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া, হই-হুল্লোর তথা অত্যন্ত আনন্দের মধ্যে দিয়ে দিনটি কাটালো পড়ুয়ারা। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রান্তিক এলাকায় অবস্থিত দুর্লভপুর গ্রাম। দুর্লভপুর থেকে বালুরঘাট শহরের দূরত্ব প্রায় ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার। এই প্রত্যন্ত এলাকার পিছিয়ে পড়া শিশুরা বাবা মায়ের সাথে শহরে এলেও রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়ার সুযোগ পায়নি বললেই চলে। এরই মাঝে দুর্লভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা আগামী শিক্ষাবর্ষে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে ষষ্ঠ শ্রেণীতে। তাই তাদেরবিদায় মুহূর্তের আগে একটু অন্যরকম ভাবে দিনটি কাটালেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বুধবার বালুরঘাট ব্লকের একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ানোর পাশাপাশি সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পঞ্চম শ্রেণীর প্রায় ২৯ জন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সময় কাটালেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানস মীর জানান, 'দীর্ঘ পাঁচ বছর ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করেছে। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ সম্পূর্ণ করে তারা আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন বিদ্যালয় ভর্তি হবে। তারা যাতে তাদের এই বিদ্যালয়ের কথা মনে রাখতে পারে সেজন্যই বিদ্যালয়ের তরফে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি।' এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী তিতাস মন্ডল জানায়, এভাবে সারাদিন কাটাতে পেরে তার খুবই ভালো লেগেছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে নতুন বিদ্যালয় ভর্তি হলেও, এই বিদ্যালয়ের কথা সারা জীবন তাদের মনে থাকবে।

ইটভাটার চিমনি ভেঙে পড়ায় নিহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: ভয়াবহ দুর্ঘটনা বসিরহাটের ইটভাটাতে । ইটভাটার চিমনি ভেঙে মৃত ৩ গুরুতর জখম প্রায় ৩৫ জন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতাতে স্থানান্তরিত করা হয় ৫ জনকে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আরও অনেকের মৃতদেহ আটকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা দমকল ও পুলিশের। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকল বিভাগ ও পুলিশ। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট থানার ধলতিথা গ্রামে। বুধবার সন্ধ্যাবেলায় সেখানকার একটি ইটভাটায় ফায়ারিংয়ের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। দক্ষ কারিগররা চিমনিতে আগুন দিতেই হুড়মুড় করে সেটি ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েন বহু শ্রমিক। গুরুতর জখম হন সকলেই। দ্রুত গতিতে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। চাপা পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় হাফিজুল মন্ডল নামে ৩৫ বছরের এক শ্রমিকের। ধ্বংস্তূপ থেকে উদ্ধার হয় জেঠুরাম ও রাকেশ কুমার নামে দুই শ্রমিকের মৃতদেহ। তারা দুজনেই উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদের বাসিন্দা। উদ্ধারকারী

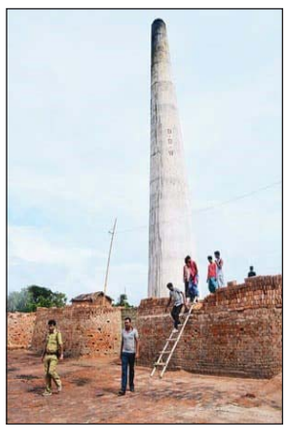

স্থানীয় বাসিন্দারা ২০ জনকে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করে। তাদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের কলকাতায় আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হচ্ছে বলেই খবর। তবে উদ্ধারকারীদের আশঙ্কা, ধ্বংস্তূপের নিচে এখনও আটকে রয়েছেন অনেকে। এখনও স্থানীয়দের সঙ্গে মিলে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে বসিরহাট থানার পুলিশ ও দমকল বিভাগ। ওই এলাকায় জোরালো আলো লাগানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ওই চিমনি কেন ভেঙে পড়ল তার তদন্ত শুরু করবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

হজ-প্রস্তুতি সভা বহরমপুরে

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ২০২৪ সালের হজ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার মুর্শিদাবাদের প্রাণ কেন্দ্র বহরমপুর মাইনোরিটি ভবন, উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক ও ডোমা ম্যাডাম,অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশানের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক,জেলা ইমাম, মুফতি আজমত আলী,সভাপতি মোজাফফর খান, জেলার প্রতিটি ব্লকের জিম্মাদার ইমাম সাহেবগণ। হজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলাপ আলোচনা হয়, ও আগামী দিনে হজ যাত্রীরা যেন, সুষ্ঠুভাবে পবিত্র হজ পালন করতে পারেন, তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করার পরিকল্পনা করা হয় সভায়।

ডাল কাটার নামে কাটছে বহু মূল্যবান গাছ, অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ধূপগুড়িতে

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ধূপগুড়ি থেকে নাথুয়াগামী রাজ্য সড়ক সম্প্রসারনের কাজ চলছে। সেই রাস্তার দু'পাশে থাকা মূল্যবান গাছের ডাল ছাটাই এর জন্য পূর্ত দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তর রাস্তার পাশের গাছের ডাল ছাটাই এর জন্য বনদপ্তর থেকে অনুমতি নেন। সেই হিসেবেই রাস্তার দু'ধারে থাকা বড় বড় গাছের চিকন ডাল কাটার কথা। তবে আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় যে গাছের ডাল কাটার নামে কেটে নেওয়া হচ্ছে গাছের বড় বড় মোটা অংশ। এমনকি কোথাও কোথাও গাছ গোড়া থেকে কেটে নিয়ে সেগুলোকে হাফিজ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু গাছ কাটা নয়, গাছের কাঁটা অংশ উধাও হয়ে যাচ্ছে। কোথায় কে নিয়ে যাচ্ছে জানেন না কেউ। বাসিন্দা সঞ্জয় সরকার বলেন, "পি ডাব্লিউ ডি তরফ থেকে রাস্তার পাশের গাছের ডাল কাটা হচ্ছে।

তারাই গাছ কেটেছে। বন দপ্তরের অনুমতি রয়েছে কি না, তা আমরা জানি না "

আরেক বাসিন্দা রাকিবুল আলম বলেন, "গাছের ডাল কাটার নামে আমার বাড়ির সামনেও দুটা বড় বড়

গাছ কাটা হয়েছে।কিভাবে গাছ কাটছে আমরা জানি না।"

গাছ কাটার প্রমান মিলেছে ঘটনাস্থলে, পড়ে রয়েছে গাছের গুড়ি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই। অভিযোগ অস্বীকার করেছে পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা।

পূর্ত দপ্তরের কর্মী বিপুল রায় বলেন, " আমরা শুধু গাছের ডাল কাটছি, কোন গাছ কাটা হয়নি বা বড় অংশ কাটা হয়নি। মিথ্যা অভিযোগ করছেন যারা বলেছেন।"

এদিকে গাছ কাটার বা বড় ডাল কাটার কোন অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে বনদপ্তর।

মোরাঘাট রেঞ্জার অফিসার রাজকুমার পাল বলেন, "ধূপগুড়ি থেকে নাথুয়া গামী রাস্তার দুধারের গাছের শুধুমাত্র ডাল ছাটাই এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে ছোটো ডাল কাটার কথা। কোন মোটা ডাল বা গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয় নি।"

কিন্তু এক্ষেত্রে পি ডব্লিউ ডি কর্মীরা ছোট ডাল কাটার নামে বড় বড় ডাল এবং অনেক জায়গায় গাছ কেটেছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে গ্রামবাসীরা।

সেই অভিযোগ পেয়ে সংবাদ কর্মীরা খবর সংগ্রহ করতে গেলে পূর্ত দপ্তরের কাজে যুক্ত থাকা এককর্মীর হুমকির মুখে পড়তে হয় সাংবাদিক দের।

এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া নিতে যাওয়া হয়েছিল পি ডব্লিউ ডি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এর ধূপগুড়ির দপ্তরে। কিন্তু সেখানে তার দেখা মেলেনি। এমনকি এ ব্যাপারে বারবার ফোন করা হলো তাকে পাওয়া যায়নি তাই তার প্রতিক্রিয়াও নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ডাক বিভাগে লগ্নির আবেদন

শামীম মোল্লা ● বসিরহাট

আপনজন: ডাক বিভাগের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দিতে অভিনব উদ্যোগ ভারতীয় ডাক বিভাগের উদ্যোগে। হাবড়া সাব ডিভিসন ডিভিসনের অধিন বাদুড়িয়ার চাতড়া এলাকায় কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম অনুষ্ঠিত হল বুধবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেতা রজতাভ দত্ত এবং এবং অভিরাজ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাক বিভাগের আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে এসে রজতাভ দত্ত বলেন বিভিন্ন চিট ফান্ডে টাকা রেখে মানুষ প্রতারিত। তাদেরকে সরকারি ডাক বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা জমা রাখতে বলেন প্রতারণার শিকার থেকে বাঁচতে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুয়ারে সরকার নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন জেলাশাসকের

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: আগামী ১৫ ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ৮ তম দুয়ারে সরকার। চলবে ৩০ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। বুধবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসকের দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জানালেন জেলাশাসক খুরশেদ আলী কাদরী। তিনি জানান, এখনো পর্যন্ত যারা সরকারি সুযোগ-সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হননি, তাদেরকে খুব শীঘ্রই দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশেষ করে দাঁতন, মোহনপুর এর বেশ কিছু এলাকা এখনো সাধারণ মানুষ এইসব সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত রয়েছে। ৭ তম দুয়ারে সরকার আমাদের সফলতার সাথে হয়েছিল, আশা করছি এবারও আমরা ভালোভাবে কাজ করতে পারবো।

শান্তিনিকেতনে আসছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সহ ৮টি রাজ্যের লোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে শান্তিনিকেতনের পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আসছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সৃজনী শিল্পগ্রামে ১৪ ডিসেম্বর তিনি 'লোকসংস্কৃতি মহোৎসব' -এর উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল। বাংলা সহ অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িষ্যা, মণিপুর, সিকিম ও ত্রিপুরার মোট ৭৫০ জন শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মহোৎসব। কেন্দ্র সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধিনস্থ পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (ইজেডসিসি) শান্তিনিকেতন শাখা সৃজনী শিল্পগ্রামে ৪ দিনের লোকসাংস্কৃতিক মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানের সূচনা করতে ১৪ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন আসছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিকেল ৩ টেয় তিনি মহোৎসবের উদ্বোধন করবে। বাংলা সহ ৮ থেকে প্রায় ৭৫০ জন লোকশিল্পী ও হস্তশিল্পী অংশ গ্রহণ করবে এই অনুষ্ঠানে। এই মহোৎসবে লোকগান, লোকনৃত্য, জনজাতীয় নৃত্য, গীত মঞ্চস্থ করবেন। পাশাপাশি থাকছে ৮ রাজ্যের হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও চিত্রকর্মশালা।

এছাড়া, বিভিন্ন রাজ্যের নানান রকম খাবারের সম্ভার থাকবে। ৪ দিনের অনুষ্ঠানে অসমের বিহু, সিকিমের সিংহী ছাম, বিহারের ঝিঝিয়া নৃত্য, ঝাড়খণ্ডের কড়সা নৃত্য, মণিপুরের থাং টা, ওড়িষ্যার সম্বলপুরী নৃত্য, ত্রিপুরার হোজাগিরি নৃত্য ও পশ্চিমবঙ্গের বিলুপ্তপ্রায় টোটো জনজাতীয় নৃত্য প্রদর্শিত হবে পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। ৪ দিন সকাল ১০ টা থেকে শুরু হবে নানান অনুষ্ঠান ও বিকেল ৩ টে থেকে শুরু হবে প্রদর্শনীগুলি।

সাংবাদিকতা কোর্স শুরু হল হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● গাইঘাটা

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটার ঠাকুরনগরের হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ থেকে ভর্তির নিদর্শ(ফর্ম) ভরা(ফিলআপ) যাবে।

১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে(প্রেস রিলিজ) ভর্তি প্রক্রিয়ার খবর জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে ভর্তির আবেদন জানাতে হবে।

সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ ছাড়াও বাংলা, শিক্ষাবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ে ভর্তির আবেদন করা যাবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই আবেদন জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ কলেজেও সাংবাতিকতা কোর্স চালু হয়।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার রাজনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার হল রাজনগরে। গত ছয় মাস আগে ময়ুরেশ্বর থানার কোটাসুর গ্রামে চঞ্চল দে নামে এক ব্যক্তির একটি মোটর বাইক চুরি যায়। ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন একটি জায়গায় বাইরে বাইকটি রেখে তিনি টিউশনি পড়াচ্ছিলেন। এরপর বাইরে এসে দেখেন তার বাইকটি সেখানে নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বাইকটি না পাওয়ায় ময়ূরেশ্বর থানায় তিনি একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন এবং ইন্সুরেন্সে ক্লেম ও করা হয়। এরপর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। প্রায় ছয় মাস পর রাজনগর থানার পুলিশের তৎপরতায় রাজনগর থানার অন্তর্গত আলীগড়ে ওই বাইকটি উদ্ধার হয়। এক ব্যক্তি বাইকটি নিয়ে পুলিশের গাড়ি দেখে সে ভয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে পালাবার সময় পুলিশের সন্দেহ হলে পুলিশ তার পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু ওই ব্যক্তি মাঝ রাস্তায় বাইকটি ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ বাইকটি সেখান থেকে উদ্ধার করে রাজনগর থানায় নিয়ে আসে। এরপর সন্ধান চালিয়ে মোবাইলে বাইক মালিককে খবর দেয় রাজনগর থানার পুলিশ গত ৪ ই ডিসেম্বর। এরপর আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

উলুবেড়িয়ায় স্বাস্থ্য শিবিরে বিডিও

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া-১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক ব্লকের কনফারেন্স হলে বুধবার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলা ও ওই ব্লকের ইমাম ও মোয়াজ্জেনদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক বিশেষ শিবির করেন।বিডিও রিয়াজুল হক জানান, আমরা পালস পোলিও, ইমিউনেজশন,বাল্য বিবাহ এছাড়াও বাড়িতে প্রস্রাব এ সব বিষয় নিয়ে ইমাম ও মোয়াজ্জেন সাহেবদের অবগত করলাম যাতে উনারা এলাকার মানুষদের সাথে সচেতনতামূলক বিশেষ প্রচার করেন। বিডিও জানান,সচেতনতায় পারে একমাত্র এগুলো বন্ধ করার। তিনি বলেন আমরা আশাবাদী আগামীদিনে আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবো।বিডিওর এহেন উদ্যোগকে সাবাস জানান স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ ইমাম ও মোয়াজ্জেনরা।এদিনের এই বিশেষ বৈঠকে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক লিপিকা রায়,ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা.অর্পিতা রায়,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শেখ মুরাদ আলি সহ জেলার ইমাম ও মোয়াজ্জেন প্রমুখ।

ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লকে রক্তদান শিবির

নকিবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির হয়, উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধায়ক পান্নালাল হালদার, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ ও পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান অঞ্চল সভাপতি। এদিন ১০০ জন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা রক্তদান করেন ডায়মন্ড হারবার ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় এই রক্তের সংকট মেটানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এগিয়ে আসেন।

বাঁকুড়ায় ফের আয়কর হানা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক তন্ময় ঘোষের চাল মিলের পর এবার ফের আয়কর হানা বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির নিধিরামপুরের একটি বেসরকারি কারখানায়। আজ সকাল ১১ টা নাগাদ আয়কর দপ্তরের বেশ কিছু আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে রেখেছে গোটা কারখানার অফিস চত্বর।কারখানার গেটে ঢোকা ও বেরোনোর সময় কারখানার কর্মীদের তল্লাশি চালাচ্ছি কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চলছে জোর তল্লাশি। তবে কি কারণে এই হানা তা যদিও এখনো পরিষ্কার নয়।

দলুয়াখাকিতে বাড়িঘর মেরামত শুরু বামেদের

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এক নম্বর ব্লকে বামনগাছি অঞ্চলের কামারিয়া গ্রামে বাঙার বুড়ি মোড়ে গত ১৩ নভেম্বর সাজসকালে বামনগাছি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির ও সদস্যের উপর আক্রমণ করেন একদল দুরষ্কৃতিদের দল এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মারা যান।এই ঘটনা পর ঘটনার স্থল থেকে দীর্ঘ ৫ কিলোমিটার দূরে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতকারীরা দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় দলবেঁধে ঢোকে প্রথমে লুটপাট,ভাঙচুর, ও পরে অগ্নিসংযোগ চালায়।এর ফলে দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় এক করুন মর্মান্তিক দৃশ্যের পরিনত হয়।

দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় অসহায় দুস্থ দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিয়েছেন । প্রায় এক মাস রাজ্য সরকার দলুয়াখাকি গ্রামে অগ্নিসংযোগে পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়া বাড়ি ঘরের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেনি বলে অভিযোগ। শীতের রাতে অসহায় মানুষ যাতে তাদের ফাঁকা খোলা মেলা হাওয়া জায়গায় বসবাস করতে না হয় তার জন্য, মানুষের মাথার উপর যাহাতে থাকার মত ঠাঁই পায় সেদিকে খেয়াল রেখে দলুয়াখাকি গ্রামে দুষ্কৃতী দ্বারা অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে পুড়ে যাওয়া বাড়ি-ঘরের মেরামতের জন্য বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ সহযোগিতায় ট্রিনের এসব্যাস্টার ও বাঁশের ব্যাবস্থা করেছিলেন। প্রায় এক মাস যাবতের পর ১০ ডিসেম্বর থেকে ঐ সমস্ত আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়া বাড়িগুলি মেরামত কাজ শুরু করা হল। পুনরায় পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়া বাড়ি গুলি মেরামত হওয়ার ফলে গ্রামের মানুষের বাড়ি পুড়ে যাওয়া পরিবারের মুখে একটা দুশ্চিন্তার ভাব থেকে কিছুটা স্বস্তি পেল।

সহায়তা কেন্দ্র খোলা হল হাওড়া স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বুধবার দুপুরে বর্ধমান স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উপরে রাখা জলের ট্যাঙ্কের পাশের দেওয়ালের একটি অংশ ভেঙে প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ৩ জনের মৃত্যু হয় এবং ২৮ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে দুর্ঘটনার পরই বর্ধমানের লাইন ১, ২ এবং ৩ দিয়ে ট্রেন চলাচল স্থগিত করে দেওয়া হয়। রেলের আধিকারিক ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে ছুটে যান। আহতদের চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাওড়ার বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারও ঘটনাস্থলে ছুটে যান।এদিকে, এই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত একটি হেল্প বুথ খোলা হয় হাওড়া স্টেশনেও। যার যোগাযোগ নং: 033-2640-2242 এবং 22933 (রেলওয়ে)।

নাবালিকার বিয়ে রুখে দিল বীরভূম প্রশাসন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: কম বয়সে বিয়ে দেওয়া যেমন আইন বিরোধী। তেমনি শারীরিক দিক থেকেও ক্ষতিকর। এনিয়ে সরকারির পাশাপাশি বেসরকারি ভাবে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। তথাপি এক শ্রেণীর লোকজন আইনের চোখে ধুলো দিয়ে কম বয়সে বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু প্রশাসন বিভাগ ও যথেষ্ট সক্রিয় থাকার ফলে নাবালিকার বিয়ে আটকাতে সক্ষম। সেরূপ আজ বুধবার নলহাটি এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ে আটকালো প্রশাসন।জানা যায় যে ,জেলা আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সম্পাদিকা তথা বিচারক সুপর্না রায় এর নির্দেশ মতো পার্শ্ব আইনি সহায়ক কৌশিক পাল উক্ত এলাকায় নাবালিকার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে জানতে পারেন মেয়েটি নাবালিকা। সেই হিসেবে স্থানীয় নলহাটী থানার পুলিশ,শিশু সুরক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিগণ নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। এরপর তার অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কম বয়সে বিয়ে দেওয়া বেআইনি সে বিষয়ে যেমন বোঝানো হয় সাথে সাথে মেয়ের শারীরিক সমস্যা হতে পারে বলে উল্লেখ করেন। জন্মগ্রহণের শংসাপত্র অনুযায়ী মেয়েটির বয়স ১৭ বছর, সেই হিসেবে ১৮ বছর না হলে বিয়ে দেওয়া যাবেনা। এবিষয়ে নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে মুচলেকা লেখা হয় এবং অঙ্গীকার করেন যে ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুজন গ্রেফতার

রঙ্গিলা খাতুন ● সালার

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সালার থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুইজন জন ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে ও তাদের হেফাজত থেকে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

الدعوة
দাওয়াত

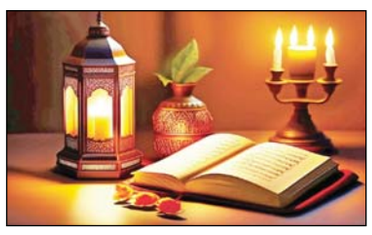

অন্তরের অন্ধত্বের ওপর আল্লাহর অভিশাপ

সূরা আরাফের সারকথা

সব মানুষের জন্য আল্লাহর তিন উপদেশ

ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩

অন্তরের অন্ধত্বের ওপর আল্লাহর অভিশাপ

হাবিবা আক্তার

মানুষের বাহ্যিক চোখ যেমন অন্ধ হয়, তেমন অন্ধ হতে পারে মানুষের অন্তরও। অন্তরের অন্ধত্ব বাহ্যিক অন্ধত্ব থেকেও গুরুতর। পবিত্র কোরআনের অসংখ্য স্থানে অন্তরের অন্ধত্বের ব্যাপারে আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

হৃদয়ের অন্ধত্বই প্রকৃত অন্ধত্ব

দৃষ্টিশক্তির অন্ধত্বের চেয়ে মানুষের অন্তরের অন্ধত্ব গুরুতর। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা কি দেশভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।' (সূরা: হজ, আয়াত : ৪৬)

সত্য প্রত্যাখ্যানই অন্তরের অন্ধত্ব

সুস্পষ্ট সত্য প্রকাশের পর তা প্রত্যাখ্যান করাই অন্তরের অন্ধত্ব। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ এটা দেখলে তা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদের রক্ষাকারী নই।' (সূরা: আনাম, আয়াত : ১০৪)

অন্ধদের বৈশিষ্ট্য

কোরআনের বর্ণনায় অন্ধ হৃদয়ের অধিকারীদের বৈশিষ্ট্য হলো :

১. অন্ধত্ব প্রকাশ পায় আচরণে : যাদের অন্তরের অন্ধত্ব আছে তাদের আচরণে তা প্রকাশ পায়। আল্লাহ বলেন, 'এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ ও বধিরসদৃশ আচরণ করে না।' (সূরা: ফোরকান, আয়াত : ৭৩)

২. পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী : যাদের অন্তরে ঈমান ও মনুষ্যত্বের আলো নেই, তারাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ইরশাদ হয়েছে, 'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ তাদেরকেই অভিশাপ করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।' (সূরা : মুহাম্মদ, আয়াত : ২২-২৩)

৩. অন্ধরা পরকালের প্রতি সন্দিহান : যাদের অন্তরে অন্ধত্ব আছে তারা পরকালের প্রতি সন্দিহান। মহান আল্লাহ বলেন, 'আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে, তারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।' (সূরা : নামল, আয়াত : ৬৬)

৪. নিজের কাজকে ভালো মনে করা : যারা অন্তরের অন্ধত্বের শিকার তারা নিজের কাজকে উত্তম মনে করে। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকে আমি শোভন করেছি। ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।' (সূরা : নামল, আয়াত : ৪)

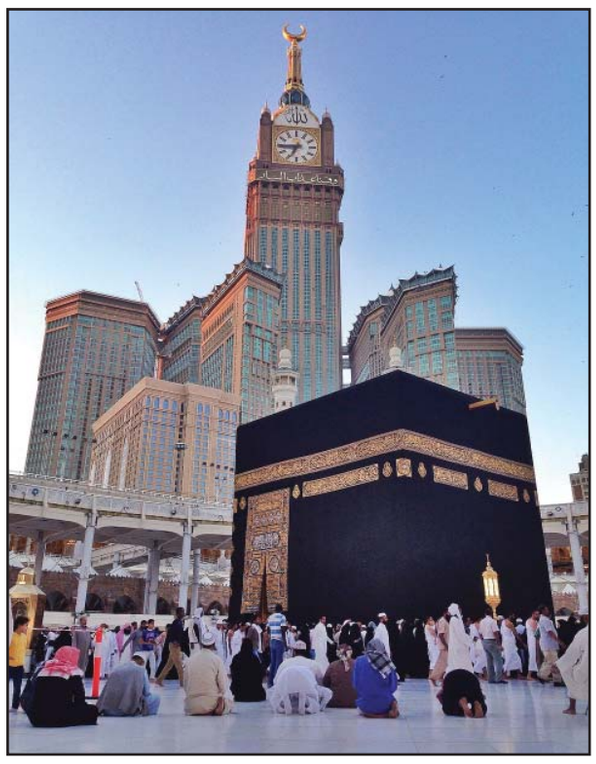

৫. তারা নিজেদের বিপদমুক্ত মনে করে : যাদের অন্তর অন্ধ তারা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক থাকে না। ফলে তারা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে না। আল্লাহ বলেন, 'তারা মনে করেছিল যে তাদের কোনো শাস্তি হবে না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল।' (সূরা : মায়েদা, আয়াত : ৭১)

যেসব কারণে অন্তরে অন্ধত্ব তৈরি হয়

কোরআনের আলোকে নিম্নোক্ত কারণে অন্তরে অন্ধত্ব তৈরি হয়। যেমন,

১. প্রবৃত্তিপূজা : প্রবৃত্তিপূজা মানুষকে অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি লক্ষ করেছ তাকে, যে তার খেয়ালখুশিকে নিজের উপাস্য বানিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনে তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কান ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন, তার চোখের ওপর রেখেছেন আবরণ।' (সূরা : জাসিয়া, আয়াত : ২৩)

২. আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা : আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ থাকলে অন্তরে অন্ধত্ব তৈরি হয়। আল্লাহ বলেন, 'যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।' (সূরা ; তাহা, আয়াত : ১২৪)

৩. অন্ধ অনুকরণ : অন্ধ অনুকরণের কারণেও মানুষ অন্ধত্বের শিকার হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কোরো, তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষরা যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথে পরিচালিত ছিল না, তার পরও?' (সূরা ; বাকারা, আয়াত : ১৭০)

অন্ধত্বের পরিণতি

অন্তরের অন্ধত্বের কারণে মানুষ নিম্নোক্ত পরিণতি ভোগ করে। তা হলো,

১. অন্ধ হৃদয়ধারীদের প্রতি অভিশাপ : যাদের হৃদয় অন্ধ এবং যারা সত্য গ্রহণ করে না, তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তাদেরকেই অভিশাপ করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।' (সূরা : মুহাম্মদ, আয়াত : ২৩)

২. অন্তরের অন্ধত্ব হেদায়েতের অন্তরায় : অন্তরে অন্ধত্ব থাকলে মানুষ সুপথ লাভ করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি অন্ধকেও পথে আনতে পারবে না তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে।' (সূরা : রোম, আয়াত : ৫৩)

৩. তারা পরকালেও অন্ধ হবে : যারা পার্থিব জীবনে আল্লাহ, তাঁর রাসুল, দ্বিন ও ইসলামের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকবে, পরকালে তারা অন্ধ হয়ে উঠবে। ইরশাদ হয়েছে, 'আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।' (সূরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭২)

৪. অন্ধত্ব জাহান্নামের কারণ : হৃদয়ে অন্ধত্ব লালনকারীদের শাস্তি জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা শ্রবণ করে না; তারা পশুর মতো, বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।' (সূরা : আরাফ, আয়াত : ১৭৯)

৫. অন্তরের অন্ধত্ব গন্তব্যহীন পথ : মানুষের অন্তরের অন্ধত্ব গন্তব্যহীন এক পথের মতো। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দিই।' (সূরা : ইউনুস, আয়াত : ১১)

আল্লাহ সবাইকে অন্তরের অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করেন। আমিন।

সূরা ইখলাসে তওহিদের শিক্ষা

ফয়সাল

সূরা ইখলাস পবিত্র কোরআনের ১১২ তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর রুকু ১, আয়াত ৪। এই সূরায় তওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণার পর আল্লাহর সন্তানসন্ততি আছে বলে যে ভ্রান্ত ধারণা করা হয়, তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ সব অভাবের অতীত এবং তাঁর কোনো তুলনা নেই।

তওহিদের শিক্ষা

ইসলামের মর্ম হচ্ছে তওহিদ। এ সূরায় শেখানো হয়, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনি কারও থেকে জন্ম নেননি, কোনো কিছুর সমতুল্য নন তিনি।

কোরআন শরিফ আমাদের তিনটি মৌলিক জিনিস শেখায়: তওহিদ, আখিরাত ও রিসালাত। অর্থাৎ আল্লাহ, পরকাল ও অহি। অন্য যেকোনো বিশ্বাস এই তিনটার মধ্যে পড়ে যায়। আল্লাহ, আখিরাত এবং আল্লাহর প্রেরিত ওহির প্রতি বিশ্বাস। যখন আমরা বলি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, এর মধ্যে আল্লাহর সব নাম, সব গুণ, কাজকে বোঝায়। যখন বলি, আখিরাতে বিশ্বাস, তার মধ্যে কবরের জীবন, বিচার দিবস, জান্নাত, জাহান্নাম-সব এসে যায়। এভাবে যদি চিন্তা করি, তাহলে বোঝা যায়, বিশ্বাসের এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথাই বর্ণিত হয়েছে এই সূরাতে। কেউ যদি শুধু বোঝেন যে এই সূরাতে কী বলা হয়েছে, তাহলে ইসলামের পথচলা শুরু করার মূলটা তিনি ধরতে পেরেছেন।

হজরত আয়েশা রা.-র কাছ থেকে এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, এক যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সা. একজন লোককে নেতা নিযুক্ত করে দেন, তিনি নামাজে ইমামতি করার সময় সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা শেষে প্রতি রাকাতেই সূরা ইখলাস পড়তেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে লোকেরা এ নিয়ে অভিযোগ করলে তিনি লোকটিকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। লোকটি উত্তর দেন যে এই সূরায় তিনি আল্লাহর পরিচয় পান, তাই এই সূরাকে ভালোবাসেন। এ কথা শুনে রাসুল সা. বললেন, তাহলে আল্লাহও তোমাকে ভালোবাসেন।

হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-র বরাতে বলা হয়েছে যে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ ইমানের সঙ্গে করতে পারবে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারবে: ১. যে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেবে। ২. যে গোপন ঋণ পরিশোধ করবে। ৩. যে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ১০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। (তাফসিরে কাসির)

মহানবী সা.-এর ভাষায় মেসওয়াক করার দুই পুরস্কার

শরিফ আহমাদ

বর্তমানে সবচেয়ে অবহেলিত একটি সুন্নত হলো মেসওয়াক। কিছু মুমিন পুরুষ মেসওয়াক ব্যবহার করলেও নারীরা এ ক্ষেত্রে উদাসীন। অথচ নারী-পুরুষ সবার জন্য মেসওয়াক করা আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে মেসওয়াকের গুরুত্ব ও উপকারিতা তুলে ধরা হলো :

ইসলামে মেসওয়াকের গুরুত্ব অনেক।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমতে এটা অজুর একটি সুন্নত। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাজের সঙ্গে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারি, হাদিস : ৮৪৩)

আল্লাহর আদেশে মেসওয়াক

আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সা.-কে মেসওয়াক ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাঁর আমল থেকে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, জিবরাইল (আ.) যখনই আমার কাছে আসতেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতেন। তাতে আমার ভয় হতে লাগল যে আমি আমার মুখের সামনের দিক ক্ষয় করে ফেলব। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২২১৭০, মেশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ৩৫৬)

মেসওয়াকের দুটি পুরস্কার

ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণে পরিপূর্ণ। মেসওয়াকের মাধ্যমে দাঁতের ময়লা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

অর্জিত হয় আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি। রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, তোমরা মেসওয়াক করো। কেননা তা মুখের পবিত্রতার উপায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫, ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৮৯, ইবনে হিব্বান, হাদিস : ১০৭০)

ইন্তেকালের আগে মেসওয়াক

মুমূর্ষু অবস্থায় ইন্তেকালের আগে রাসুলুল্লাহ সা. মেসওয়াকের আগ্রহ প্রকাশ করেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. বুঝতে পেরে মেসওয়াকের বন্দোবস্ত করেন। আয়েশা রা. বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. একটি মেসওয়াক হাতে নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে প্রবেশ করলেন। রাসুল সা. তাঁর দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আব্দুর রহমান! মেসওয়াকটি আমাকে দাও। সে তা আমাকে দিল। আমি ব্যবহৃত অংশ ভেঙে ফেললাম এবং তা চিবিয়ে রাসুলকে দিলাম। তিনি আমার বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় তা দিয়ে মেসওয়াক করলেন। (বুখারি, হাদিস : ৮৪৬)

নারীদের মেসওয়াক করা

নবীর সুন্নত সবাইকে মেনে চলতে হয়। মেসওয়াক বিষয়ে নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই। সবার জন্য একই বিধান। আয়েশা রা. নবী করিম সা. মেসওয়াক করার পর তাঁর মেসওয়াক আমাকে ধৌত করতে দিতেন। অতঃপর আমি উক্ত মেসওয়াক দ্বারা নিজে মেসওয়াক করতাম। পরে আমি তা ধৌত করে (সংরক্ষণ জন্য) তাঁর কাছে দিতাম। (আবু দাউদ, হাদিস : ৫২, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ৩৫৪)

মেসওয়াকের উপকারিতা

মেসওয়াকের অনেক উপকারিতা বিজ্ঞানের গবেষণার প্রমাণিত। মূলত মেসওয়াকের সুন্নত ছেড়ে দেওয়ার কারণেই মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে। ডেন্টাল সার্জনদের উৎপত্তি হয়েছে। নিয়মিত মেসওয়াক ব্যবহারে দাঁত জীবাণুমুক্ত হয়, দাঁতের গোড়া মজবুত হয়, দাঁতের ক্যালসিয়াম পূরণ হয়, পাকস্থলী রোগ মুক্ত হয়, মস্তিষ্ক সজীব থাকে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ইবাদাতে বিশেষ এক স্বাদ তৈরি হয়। (সুন্নাতে রাসুল ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা : ৩৫-৪০)

ব্রাশ ও মেসওয়াকের পার্থক্য

ব্রাশ ও মেসওয়াকের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ব্রাশ ব্যবহার করার জন্য অ্যান্টিসেপটিকসমৃদ্ধ টুথপেস্ট ব্যবহার করতে হয়। অথচ মেসওয়াকে উন্নত মানের অ্যান্টিসেপটিক উপাদান আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। একই ব্রাশে জীবাণুর স্তর জমে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু মেসওয়াক সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। নিয়মিত মেসওয়াক ব্যবহারের ফলে মুখের ভেতরের রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। ছত্রাক নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যবহারকারী আরো অসংখ্য রোগবালাই থেকে সুরক্ষিত থাকে। তাই সবার নিয়মিত মেসওয়াক করা উচিত।

ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে মুমিনের পাঁচ বৈশিষ্ট্য

ইউসুফ আল-কারজাভি

নেক আমল করার ক্ষেত্রে ইসলাম মুমিনদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে। যে বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য ধর্মাবলম্বীদের ভালো কাজ থেকে মুসলমানের ভালো কাজকে পৃথক করে। যে বৈশিষ্ট্যগুলো মুসলিম সমাজে তুলনামূলক বেশি ধর্মচর্চা হওয়ার অনুপ্রেরণা ও কারণও বটে। তাহলো সামগ্রিকতা, বৈচিত্র্য, ধারাবাহিকতা, অনুপ্রেরণা ও নিষ্ঠা।

নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

১. সামগ্রিকতা : মুমিন নেক আমলের ক্ষেত্রে সামগ্রিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। সে প্রান্তিক চিন্তা থেকে দূরে থাকে। যেমন-মানুষের সাহায্য করা। মুমিন তার কাছের ও দূরের, বন্ধু ও শত্রু, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, মানুষ ও অন্য জীব কাউকে বঞ্চিত করে না। এটাই পবিত্র কোরআনের নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, 'লোকে কী ব্যয় করবে সে সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে। বলো, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা করো না কেন, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২১৫)

একইভাবে সব মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কোনো কিছুকে তাঁর শরিক করবে না। আর মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা : নিসা, আয়াত : ৩৬)

২. বৈচিত্র্য : ইসলাম ইবাদত তথা নেক আমলকে কিছু প্রথাসর্বস্ব আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ করেনি, বরং মানুষের সমগ্র জীবনে তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে ইবাদতের গণ্ডিভুক্ত করেছে, যা অন্য কোনো ধর্মে দেখা যায় না।

যেমন রাসুল সা. বলেছেন, আল্লাহ হাঁচি দেওয়া পছন্দ করেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তবে প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতার জন্য তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা আবশ্যক। (বুখারি : ৬২২৬)

অন্য হাদিসে তিনি বলেন, উত্তম কথা দানতুল্য। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৯৮৯)

তিনি আরো বলেন, হাসিমুখে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সদকাতুল্য। (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ১৯১১)

৩. ধারাবাহিকতা : মুসলমান তাঁর আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। কেননা ধারাবাহিকতা আমলের মূল্য বৃদ্ধি করে। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বলেন, ধারাবাহিক আমল, যদিও তা অল্প হয়। (বায়হাকি, হাদিস : ৪২৪০)

পবিত্র কোরআনে যেসব মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সে (নির্বোধ) নারীর মতো হয়ো না, যে তার পাকানো সুতা শক্ত করে পাকিয়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে।' (সূরা : নাহল, আয়াত : ৯২)

ব্যস্ততার কারণে যদি কারো পক্ষে নিয়মিত আমলের কোনোটি পরিপূর্ণভাবে আদায় করা সম্ভব হয় না, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আলেমদের পরামর্শ হলো তারা আংশিক হলেও আমল করবে। কেননা পরকালে সামান্য আমলও নিষ্ফল হবে না। আল্লাহ বলেন, 'কেউ অণু পরিমাণ নেক আমল করলে সে তা দেখবে।' (সূরা : জিলজাল, আয়াত : ৭)

আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার উপকার হলো, ব্যক্তি যদি কোনো কারণে আমল করতে নাও পারে, তবে আল্লাহ তাকে আমলের সওয়াব দিয়ে দেবেন। রাসুল সা. বলেছেন, যখন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য তা-ই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় আমল করত। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৯৯৬)

৪. অনুপ্রেরণাগুলো : ইসলাম মুমিন বান্দার অন্তরের এমন কিছু অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে রেখেছে, যা ব্যক্তিকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করে। যেমন-

ক. আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা : ইরশাদ হয়েছে, 'আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করতে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোনো উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তাতে দ্বিগুণ ফলমূল জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা করো আল্লাহ তাঁর সম্যক দ্রষ্টা।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৬৫)

খ. উত্তম জীবনের প্রত্যাশা : মহান আল্লাহ বলেন, 'তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।' (সূরা : আনফাল, আয়াত : ৪)

গ. উভয় জগতে মুক্তির আশা : মুমিন তার নেক আমলের মাধ্যমে উভয় জগতের মুক্তির আশা করে। আল্লাহও মুমিনদের দোয়া শিখিয়েছেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও, আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২০১)

৫. নিষ্ঠা ও পবিত্রতা : মুমিন আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে আমল করে এবং তার আমল শিরক ও পার্থিব প্রত্যাশার কলুষ থেকে মুক্ত হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বিন।' (সূরা : বাইয়িনা, আয়াত : ৫)

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'হে মানব সকল! আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৯৮৯)

সব মানুষের জন্য আল্লাহর তিন উপদেশ

শরিফুল আজম

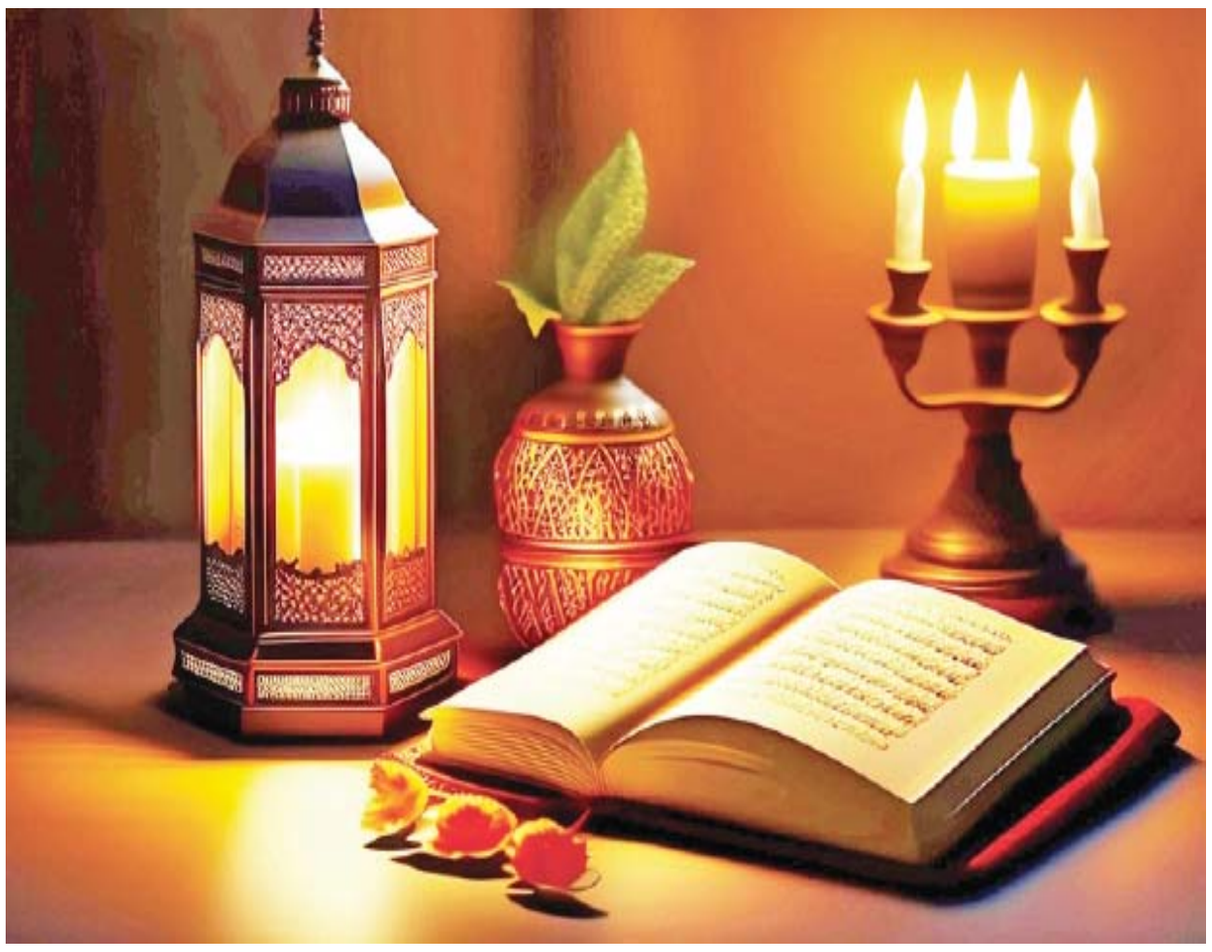

আকসাম বিন সাইফি বনু তামিম গোত্রের সর্দার ছিলেন। অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গরিমা আর দূরদর্শিতায় তাঁর জুড়ি ছিল না। নবীজি সা. নবুয়তের ঘোষণা দিয়েছেন জানতে পেরে তিনি তাঁর খেদমতে হাজির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। গোত্রের লোকেরা একথা শুনে পরামর্শ দিল যে আপনি বড় সম্মানিত মানুষ।

এ মুহূর্তে সেখানে সশরীরে হাজির হওয়া আপনার জন্য ঠিক হবে না। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হলো গোত্রের কিছু লোক প্রথমে নবী সা.-এর কাছে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসবে, তারপর তাদের সর্দার যাবেন। এই মিশন সফল করার জন্য দুই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করে পাঠানো হলো।

মহানবী সা.-এর খেদমতে হাজির হয়ে তারা নানা বিষয়ে খোঁজখবর নিতে লাগল।

মহানবী সা.-এর পরিচয় এবং তাঁর মিশন-ভিশন সম্পর্কে জানতে চাইল। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? আপনার পদমর্যাদা কী? প্রথম প্রশ্নের জবাবে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, আমি আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। এরপর তাদের একটি আয়াত পাঠ করে শুনালেন, যার অর্থ : 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি লজ্জাহীনতা, অসংগত কাজ ও অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।' (সূরা : নাহল, আয়াত : ৯০)

এই আয়াত শুনে প্রতিনিধিরা মোহিত হয়ে পড়ল। তারা আবার আয়াতটি শোনার আগ্রহ প্রকাশ করল। নবী সা. বারবার আয়াতটি তিলাওয়াত করতে লাগলেন আর তারা শুনে মুখস্থ করে ফেলল। ফিরে এসে তারা গোত্রপতি আকসাম বিন সাইফির কাছে রিপোর্ট পেশ করল।

তারা বলল, আমরা মহানবী সা.-এর বংশ ও গোত্রের খবর নিয়ে জানতে পারি তিনি একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চ বংশের মানুষ। আর তিনি মানুষকে যে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন তার বিবরণ দিতে এই আয়াত পড়ে শুনিয়েছেন।

আয়াতটি শুনে আকসাম বিন সাইফি গোত্রের লোকদের সম্মুখে মন্তব্য করে বলল, আমার বিশ্বাস এই নবী মানুষদের উত্তম চরিত্র অর্জন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার দীক্ষা প্রদান করেন। কাজেই তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হও, পেছনে পড়ে থেকো না। (তাফসিরে ইবনে কাসির, পৃষ্ঠা ৭৫১)

এ ঘটনায় উল্লিখিত আয়াত পবিত্র কোরআনের একটি সর্বজনীন উপদেশসংবলিত আয়াত। যেখানে সংক্ষেপে ইসলামের সব বিধি-বিধান ও ন্যায়-অন্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে। উসমান বিন মাযউন রা. বলেন, আমি প্রথমে চক্ষুলজ্জায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন ইসলামের সত্যতা হৃদয়ে গেঁথে গেল। (তাফসিরে কুরতবি : ১০/১৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি লজ্জাহীনতা, অসংগত কাজ ও অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।' (সূরা : নাহল, আয়াত : ৯০)

প্রসিদ্ধ তাফসিরকার আল্লামা মুহায়ামি (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, আল্লাহ তাআলা প্রধানত এখানে তিনটি বিষয়ে আদেশ করেছেন :

ক. 'আদল' তথা মধ্যমপন্থা অবলম্বন

খ. 'ইহসান' তথা একনিষ্ঠ ইবাদত

গ. স্বজনদের মধ্যে দান, যা উত্তম চরিত্রের সোপান।

এরপর এই তিনটি অর্জনীয় গুণের বিপরীত তিনটি বর্জনীয় স্বভাবের আলোচনা নিয়ে এসেছেন, যাতে মানুষ এসব নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে নিজেকে পবিত্র করতে পারে।

ক. 'বেহায়াপনা', যা মধ্যমপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ কাম-রিপুর বাসনা পুরা করতে গিয়ে চরমপন্থা অবলম্বন করাই বেহায়াপনা ও লজ্জাহীনতা।

খ. 'পাপকর্ম', যা ইহসান তথা নেক আমলের বিপরীত। কারণ নেক আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় এবং মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে পাপের কারণে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় এবং লোকসমাজে গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

গ. 'খোদাদ্রোহিতা, যা উত্তম চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর মধ্যে সব ধরনের জুলুম-নির্যাতন, আত্মসাৎ, জবরদস্তি অন্তর্ভুক্ত। (তাফসিরে মুহায়েমি ১/৪১৭)

ইমাম রাজি (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে এমন তিনটি শক্তি নিহিত রেখেছেন, যা নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

ক. চতুষ্পদ প্রাণীদের মতো লাগামহীন কাম রিপুর শক্তি।

খ. শিকারি প্রাণীদের মতো হিংস্রতা, যারা সর্বদা অন্য প্রাণীকে শিকার করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

গ. শয়তানের মতো অবাধ্যতার শক্তি, যা মানুষকে অহমিকা আর পাপকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

উল্লিখিত তিনটি শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখার প্রতি এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাম রিপু নিয়ন্ত্রণের জন্য 'বেহায়াপনা' থেকে বারণ করা হয়েছে। যাতে মানুষ শরিয়তবিরোধী সব ধরনের কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। হিংস্রতা নিবারণের জন্য যাবতীয় 'পাপকর্ম' পরিত্যাগের আদেশ করা হয়েছে। যাতে মানুষ এমন সব আচার ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকে, যা অন্যের জন্য পীড়াদায়ক। আর শয়তানি মনোভাব পরিহার করার জন্য 'খোদাদ্রোহিতা' থেকে বাঁচতে বলা হয়েছে। যাতে মানুষ অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতন থেকে দূরে থাকে। (তাফসিরে রাজি : ১০/১০৭)

উল্লিখিত আয়াত থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে মানুষ তার মধ্যে গচ্ছিত আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা আর প্রতিভার অপব্যবহার যেন না করে, এটাই আল্লাহ কামনা করেন। মানবজাতির সফলতার জন্য আল্লাহ তাআলা যে বিধি-বিধান দিয়েছেন তার সীমা যাতে কিছুতেই লঙ্ঘিত না হয়, এটাই ইসলামের শিক্ষা। মানবজাতির কল্যাণ-অকল্যাণের যত দিক হতে পারে সব সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে এর মধ্যে। তাই উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) তাঁর খিলাফত আমলে সারা দেশে ফরমান পাঠিয়েছিলেন, যাতে এই আয়াত জুমার খুতবায় পাঠ করা হয়। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এর বাস্তবায়ন হয়ে আসছে।

গোটা বিশ্বের মুসলমানরা জুমার খুতবায় এই আয়াত শোনার সুযোগ লাভ করে থাকে, যা মূলত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সর্বজনীন উপদেশ। এই উপদেশের আয়নায় নিজের জীবনকে পরখ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক। তাই যখন জুমার সম্মানিত খতিব আয়াতটি পাঠ করে শোনাবেন, তখন আমাদের কর্তব্য হবে এর মর্ম অনুধাবন করে আত্মসচেতনতা গড়ে তোলা। এতে বর্ণিত নির্দেশনা মতে আমার ব্যক্তিজীবন কতটুকু প্রস্তুত হয়েছে, কতটুকু আমল করতে পারলাম আর কী কী ত্রুটি রয়ে গেল, সেই হিসাব মেলানো।

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

আপনার যোগ্যতা এবং আপনার প্রতি শ্রদ্ধায় অন্যদের আস্থা তৈরি করে তার ওপর আপনার নেতৃত্বের ভিত্তি স্থাপনে মুহাম্মদ সা: আপনাকে অনুপ্রাণিত করুন। কারণ এটিই আপনার সাথে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করবে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে।

নবী সা: মদিনার কেন্দ্রে একটি ৬০ মিটার বাই ৬০ মিটার মসজিদ এবং তাঁর পরিবারের থাকার জন্য একটি জায়গা তৈরি করেছিলেন (খাদিজার মৃত্যুর পরে তিনি পুনরায় বিয়ে করেন)।

তিনি মক্কা থেকে মদিনায় তার সাথে আসা প্রথম দিকের মুসলমানদের সাথে নিয়ে নিজের হাতে মসজিদটি নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন। এই মুসলিম অভিবাসীদের মধ্যে অনেকেই পেশায় বণিক ছিলেন, যারা ক্রীতদাস বা দরিদ্র শ্রমিকদের হাতে নির্মাণকাজ অর্পণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই মসজিদ নির্মাণের গর্বিত কাজ করতে সাহায্য করার জন্য নবী সা: একটি উদাহরণ স্থাপন করেন।

মুসল্লিরা সালাতের জন্য মসজিদে সমবেত হন, বিশেষ করে তাদের মদিনায় আসার প্রায় ছয় মাস পর নামাজের আজান দেয়া শুরু হওয়ার পর।

ইসলামিক প্রার্থনা বা সালাত প্রাথমিকভাবে জেরুসালেমের দিকে কেবলা করে সম্পন্ন করা হতো। কিন্তু মদিনার ইহুদি উপজাতিরা মুহাম্মদ সা:-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরে এবং তাকে একজন নবী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার পরে, ইহুদি-খ্রিষ্টান বার্তা অব্যাহত রেখে, কেবলা (প্রার্থনার দিক) মক্কায় পরিবর্তন করা হয়।

মুসলমানরা মদিনায় তাদের দ্বিতীয় বছরের শুরুতে রমজান মাসে রোজা রাখা শুরু করেন। মুসলিম অভিবাসীরা বেশির ভাগই নিজেদের হাত নোঙরা করা খুব পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না যদি তারা মদিনায় মসজিদ নির্মাণের জন্য মুহাম্মদ সা:কে কাজ করতে দেখে অনুপ্রাণিত না হতেন। তারা বলেছিলেন, 'যেখানে মুহাম্মদ সা: নিজে কাজ করছেন সেখানে বসে থাকা ভুল হবে। ' প্রকৃত নেতৃত্ব মানে ক্ষমতা নয়, বরং অন্যদের অনুসরণ করার জন্য উদাহরণ স্থাপন করা। যেমন- জন অ্যাডায়ার দ্য লিডারশিপ অব মুহাম্মদ-এ বলেছেন, 'তাঁর জনগণের শ্রম, বিপদ এবং কষ্ট ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে, মুহাম্মদ ভালো নেতৃত্বের একটি সর্বজনীন নীতির উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। এটি হলো এমন কিছু যা একবারে গভীর থেকে মানুষ তাদের নেতাদের কাছে প্রত্যাশা করে এবং যখন এটি না ঘটে তখন এটি সর্বদা বিরূপ মন্তব্য নিয়ে আসে।

মদিনাবাসী

সেই সময়ে মদিনার জনসংখ্যা ঠিক কত ছিল তা আমরা জানি না, তবে আমরা জানি যে জনসংখ্যা গোত্রীয় গুচ্ছ বসতিতে বাস করত, প্রতিটি গোত্র একটি নিজস্বশাসিত এলাকায় বসবাস করে অন্য গোত্রের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করত। আরব গোত্র ব্যতীত মদিনার জনসংখ্যার দু'টি প্রধান উপাদান ছিল-

ক্স ইহুদি : শহরে ২০টিরও বেশি ইহুদি গোত্র বাস করত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ লেভান্ট অঞ্চল থেকে আসা আরব বংশোদ্ভূত। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দক্ষ ধাতুর কারিগর, ট্যানার বা মরূদ্যানের কৃষি গ্রামে কেন্দ্রীভূত কৃষক।

মুসলিম অভিবাসী : আরবদের মধ্যে যারা হিজরত করে মক্কা বা ইথিওপিয়া থেকে এসেছেন তারা। ইসলাম গ্রহণের পর পৃথক আবাসিক এলাকায় বসতি স্থাপনের আগ পর্যন্ত তাদের কেউ মসজিদে বা মদিনার মুসলমানদের বাড়িতে থাকতেন।

(ক্রমশ...)

সূরা আরাফের সারকথা

ফেরদৌস ফয়সাল

জান্নাত আর জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানের নাম আরাফ। সূরা আরাফ পবিত্র কোরআনের সপ্তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এর ২৪ রুকু, ২০৬ আয়াত। এই সূরায় সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের দুর্দশা, শয়তানের কুপরামর্শের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি ও সত্যাশ্রয়ীদের সমৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনায় নুহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), লুত (আ.) ও শোয়াইব (আ.)-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এই সূরায় মুসা (আ.)-এর জীবনীও আলোচিত হয়েছে।

ইবলিসের কাহিনি

মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহর সৃষ্টিতে ছিল ফেরেশতা ও জিন ছিল। ইবলিস ছিল জিন জাতির সদস্য। আগুনে তৈরি। থাকত ফেরেশতাদের সঙ্গে। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করত। আল্লাহর সৃষ্টিতে তার ইবাদতের আলোচনা হতো।

আল্লাহ এর পর দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি বানাতে চাইলেন। মানুষের আদি পিতা, সৃষ্টির প্রথম পুরুষ আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করলেন, আদমকে সেজদা করতে। ফেরেশতারা আদেশ পালন করেছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাদের দলে থাকা ইবলিস সেজদা করল না।

ইবলিস সেজদা না করে আল্লাহর আদেশের অবাধ্য করেছিল। অহংকার দেখিয়ে সে বলেছিল, 'আমি আগুনের তৈরি আর আদম মাটির।' আল্লাহ তখন তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। অবাধ্যতা, অহংকার আর কুযুক্তি তার পতন ডেকে এনেছিল।

আল্লাহ বললেন, 'তুমি এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে এ হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি তো অধমদের একজন।' (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৩)

নামাজের পোশাক

সূরা আরাফে মানুষের পরিধেয় পোশাক সম্পর্কে আল্লাহ তিনবার আলোচনা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'হে আদম সন্তান, প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরবে, পানাহার করবে কিন্তু অপচয় করবে না।' (সূরা আরাফ, আয়াত: ৩১)

মানুষকে নামাজে উত্তম পোশাক পরার নির্দেশ দিয়েছেন। সতর ঢেকে রাখা ফরজ। লজ্জা ইমানের সৌন্দর্য। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'পুরুষদের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীদের সতর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পা ছাড়া অবশিষ্ট দেহ।'

ছয় জাতির ধ্বংসের কারণ

সূরা আরাফের ৬৫ থেকে ৮৭ নম্বর আয়াতে নুহ, আদ, সামুদ, লুত, মাদায়েনবাসী ও বনি ইসরাইল—এই ছয় সম্প্রদায়ের অবাধ্য ও গজবে ধ্বংস হওয়ার আলোচনা রয়েছে। ১. কওমে নুহের নবী ছিলেন নুহ (আ.)। মূর্তিপূজা ত্যাগ না করায় ভয়ংকর বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস দিয়ে নুহ (আ.)-এর জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। ২. আদ জাতির নবী ছিলেন হুদ (আ.)। শক্তি ও ক্ষমতার বাহাদুরি এবং মূর্তিপূজা না ছাড়ায় বিভিন্ন শাস্তি দিয়ে আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। ৩. সামুদ জাতির নবী ছিলেন সালেহ (আ.)। আল্লাহর নিদর্শন বিশেষ একটি উট হত্যার কারণে ভূমিকম্প দিয়ে সামুদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়। ৪. কওমে লুতের নবী ছিলেন লুত (আ.)। সমকামিতার অপরাধে ভূমি উল্টে পাথরবৃষ্টি দিয়ে লুত (আ.)-এর জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। ৫. মাদায়েনবাসীর নবী ছিলেন শোয়াইব (আ.)। তাওহিদে অবিশ্বাস, মাপে কম দেওয়া, সম্পদ আত্মসাৎ, অর্থনৈতিক অসততা ও মানুষকে ধর্ম পালনে বাধা দেওয়ায় ভূমিকম্প দিয়ে মাদায়েন জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। ৬. বনি ইসরাইলের নবী ছিলেন মুসা (আ.)। নিজের ক্ষমতার প্রতি অন্ধ মোহ, মুসা ও হারুন (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করার কারণে ফেরাউন ও তার জাতিকে নীল নদে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।

দুনিয়া ও আখিরাতে দ্বীনি জ্ঞানের মর্যাদা

আহমাদ মুহাম্মাদ

দুনিয়াতে সম্পদ সবার প্রয়োজন এবং সবার প্রিয় বস্তু। অথচ দুনিয়া ও আখিরাতে সম্পদের তুলনায় দ্বীনি জ্ঞানের মূল্য অনেক বেশি। আর দ্বীনি জ্ঞান সবচেয়ে বেশি উপকারী ও উত্তম। আলী রা. বলেন, সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়। (সহিহুত তারগিব, হাদিস : ৮২)

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে দ্বীনি জ্ঞানের মর্যাদা বেশি। (ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাশক ৫০/৫৭১; গাজালি, ইহইয়া উলুমুদ্দিন ১/১৭-১৮)

যেমন :

ক. ইলম তথা দ্বীনি জ্ঞান নবীদের রেখে যাওয়া বাণী, আর সম্পদ হলো ধনীদের মিরাস।

খ. নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়।

গ. সম্পদ ব্যয় করলে কমে যায়, আর দ্বীনি জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়।

ঘ. সম্পদের মালিক মারা গেলে তার থেকে সম্পদ পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সঙ্গে কবরে প্রবেশ করবে।

ঙ. সম্পদ মুমিন-কাফির ও ভালো-মন্দ সবাই অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না।

চ. সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়।

ছ. সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার ভয় আছে, কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার ভয় বা সম্ভাবনা নেই।

জ. নিশ্চয়ই ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে।

ঝ. সম্পদশালী মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর দ্বীনি জ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

মক্কা রুটে ছয় লক্ষাধিক হজযাত্রীর সেবা

আপনজন ডেস্ক: ক্রমবর্ধমান হজযাত্রীদের উন্নত সেবা দিতে বাংলাদেশসহ কয়েকটি মুসলিম দেশের জন্য 'মক্কা রুট' উদ্যোগ চালু করে সৌদি আরব। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া এক কর্মসূচিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশগুলো থেকে এখন পর্যন্ত ছয় লাখের বেশি মানুষ উপকৃত হয়। সৌদি বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত মক্কা রুট ব্যবহার করেছেন সাতটি দেশের ছয় লাখ ১৭ হাজার ৭৫৬ জন হজযাত্রী। দেশগুলো হলো মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক ও আইভরি কোস্ট।

এসব দেশের হজযাত্রীরা নিজ দেশের বিমানবন্দরেই ইলেকট্রনিক ভিসা ইস্যু, ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বিমানে উঠতে পারেন। ফলে সৌদি আরবে পৌঁছে তাঁদের আর বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে হয় না। এরপর সব হজযাত্রীর লাগেজ, পাসপোর্টে ফ্লাইট ডাটা ও বাসস্থানের তথ্যসংবলিত স্টিকার লাগানো হয়। জেদ্দার কিং আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং মদিনার প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হজযাত্রীদের গ্রহণ করে তাঁদের বাসস্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, করোনার কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে কঠোর বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে সীমিতসংখ্যক লোক হজ পালন করেন। ২০২২ সালে নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ১০ লাখ লোক হজ করেন। আর ২০২৩ সালে ১৮ লাখের বেশি মানুষ হজ করেন। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ১৪ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে।

সৌদি আরবের ঘোষণা অনুসারে আগামী ১ মার্চ (২০ শাওয়াল) হজের ভিসা ইস্যু শুরু হবে এবং ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। এরপর ৯ মে (১ জিলকদ) থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের গমন শুরু হবে।

ক্লাব বিশ্বকাপে বেনজেমার নতুন রেকর্ড, রোনাল্ডোকে ছাড়ানোর অপেক্ষা

আপনজ ডেস্ক: করিম বেনজেমা ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছেন পাঁচবার, সব কটি ট্রফিই রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। এবার একই টুর্নামেন্টে নতুন এক চ্যালেঞ্জের সামনে বেনজেমা। ক্লাব বিশ্বকাপে বেনজেমার এবারের মিশনটা সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিহাদের হয়ে। যেখানে প্রথম ধাপটা ভালোভাবেই পেরিয়ে গেছে সৌদি প্রো লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। প্রথম রাউন্ডে নিউজিল্যান্ডের ক্লাব অকল্যান্ড সিটিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আল ইত্তিহাদ। দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পথে আল ইত্তিহাদের হয়ে গোল করেছেন রোমারিনিও, এনগোলো কান্তে ও করিম বেনজেমা। দ্বিতীয় রাউন্ডে ইত্তিহাদ খেলবে স্বদেশি ক্লাব আল আহলির বিপক্ষে।

এই ম্যাচের ৪০ মিনিটে গোল করে নতুন এক মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন বেনজেমা। ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টুর্নামেন্টের ভিন্ন চারটি সংস্করণে গোল করার কীর্তি গড়েছেন ব্যালন ডি'অরজয়ী এই ফুটবলার। যে গোলে মাইলফলক স্পর্শ করেছেন, সেটি এই প্রতিযোগিতায় বেনজেমার পঞ্চম গোল। ১০ ম্যাচ খেলে এই গোলগুলো করেছেন সাবেক এই রিয়াল তারকা।

দুটি আলাদা ক্লাবের হয়ে চার সংস্করণে গোলের কীর্তি গড়া বেনজেমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, 'প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে গোল করায় বেনজেমাকে অভিনন্দন। দুর্দান্ত এক খেলোয়াড়ের অবিশ্বাস্য অর্জন। এই সংস্করণের জন্য তোমার জন্য শুভকামনা।'

ভিন্ন সংস্করণে গোল করার কীর্তি গড়লেও সামগ্রিকভাবে গোল করায় এখনো ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পেছনেই আছেন বেনজেমা। সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা রোনাল্ডো এই প্রতিযোগিতায় গোল করেছেন সর্বোচ্চ ৭টি। আর তালিকায় ২ নম্বরে থাকা গ্যারেথ বেল করেছেন ৬ গোল।

৫টি করে গোল করে তৃতীয় স্থানে আছেন বেনজেমা, সেজার ডেলগাডো, লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ। তবে একমাত্র বেনজেমা ছাড়া কেউই এবারের আসরে এ প্রতিযোগিতায় নেই। তাই সামনের ম্যাচগুলোতে ওপরে থাকা রোনাল্ডো ও বেলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে বেনজেমার।

পার্থ টেস্টে খাজাকে ফিলিস্তিনিদের 'পাশে থাকতে' দিচ্ছে না আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: পার্থে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থনের স্লোগানসংবলিত জুতা পরে খেলতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার উসমান খাজা। জুতায় লেখা ছিল 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার, প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান'।

পার্থ টেস্টের আগে অনুশীলনে স্লোগানসংবলিত জুতা পরেছেন খাজা। তবে পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও আইসিসির বাধায় পার্থ টেস্টে স্লোগানসংবলিত জুতা পরে নামতে পারবেন না তিনি। সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম দ্য অস্ট্রেলিয়ানে খাজা দাবি করেছিলেন, তিনি কোনো প্রতিবাদ করছেন না। তিনি শুধু মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। খাজা দাবি করেছিলেন, তিনি আইসিসির কোনো নিয়ম ভাঙছেন না। এটা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এলজিবিটি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের পাশে থাকার মতো।

আইসিসির নিয়মানুযায়ী, অনুমতি ছাড়া খেলোয়াড় ও ম্যাচ অফিশিয়ালরা বার্তাসংবলিত কোনো পোশাক ও সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারবেন না। এর আগে ২০১৪ সালে ইংলিশ ক্রিকেটার মঈন আলীকে, 'সেভ গাজা, ফ্রি প্যালেস্টাইন' রিস্টব্যান্ডের পরায় নিষিদ্ধ করেছিল আইসিসি। তাই খাজার এমন পদক্ষেপ বিতর্ক ছড়াতে পারে বলেই ধারণা করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত খাজা স্লোগানসংবলিত জুতা পরে মাঠেই নামতে পারছেন না।

অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এই প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'আমার মনে হয়, এটা আমাদের দলের শক্তিশালী দিক যে দলের প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত ও ভাবনা আছে। আজ উজির(খাজা) সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কথা বলেছি। আমি মনে করি না, তার এ নিয়ে কোনো হইচই করার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমরা তার পাশে আছি। আইসিসি তাদের নিয়মের বিষয়টি সামনে এনেছে। যে নিয়ম উজি জানত কি না, তা আমি জানি না। সে খুব হইচই করতেও চায়নি। তার জুতায় লেখা ছিল, "প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান", আমার মনে হয়, এটা খুব বেশি বিভেদ সৃষ্টি করে না। মনে হয় না, খুব বেশি মানুষের এ নিয়ে অভিযোগ থাকত।'

এর আগে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এই প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, 'আমরা খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের অধিকারকে সমর্থন করি। তবে আইসিসির নিয়ম আছে, যেখানে ব্যক্তিগত বার্তা প্রকাশকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি, যেটা খেলোয়াড়েরা মেনে চলবে।'

এর আগেও ফিলিস্তিন ইস্যুতে সরব ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মুসলিম ক্রিকেটার খাজা। ৮ ডিসেম্বর ইউনিসেফের বৈশ্বিক মুখপাত্র জেমস এল্ডারের একটি ভিডিও শেয়ার করেন খাজা। গাজা ছেড়ে যাওয়া কয়েকটি পরিবারকে পেছনে রেখে এল্ডার সেই ভিডিওতে বলেছিলেন, 'আমি যখন ইউক্রেনে ছিলাম, এ রকম অনেক পরিবার পালাতে বাধ্য হয়েছিল। বিশ্ব হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তাদের জন্য। এখন বুঝতে পারছি না, কেন বিশ্ব চোখ বন্ধ করে আছে।'

ভিডিওটি শেয়ার করে খাজা বলেছিলেন, 'দারুণ একটা প্রশ্ন। লোকের কি এখন নিরীহ মানুষ হত্যার ব্যাপারে কিছু যায়-আসে না, নাকি তাদের গায়ের রঙের কারণে তারা কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে; নাকি তারা যে ধর্মের অনুসারী, সে কারণে?'

বিশ্বকাপ ফাইনালে হার, ২৪ দিন পর যন্ত্রণার কথা জানালেন রোহিত

আপনজন ডেস্ক: ফাইনালে ভারতীয়দের হৃদয়ভঙ্গের ২৪ দিন পেরিয়ে গেছে। নতুন রূপের ভারত এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে ফেলেছে। সিরিজটা ৪-১ ব্যবধানে জিতেও নিয়েছে। বর্তমানে তারা দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে আরেকটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে। কিন্তু বিশ্বকাপের পর আর মাঠে দেখা যায়নি রোহিতকে। এমনকি ফাইনালে হার নিয়ে তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়াও জানা যায়নি। কিন্তু ওই যে সেই কবিতার মতো রোহিতও তাঁর দুঃসময় পেছনে ফেলে এসেছেন। ফাইনালে হারের বেদনা ভুলে আবারও এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তবে ভারতীয় অধিনায়কের জন্য বিদঘুটে পরিস্থিতি থেকে বের হওয়াটা যে মোটেও সহজ ছিল না, সেটা একবাক্যে স্বীকারও করে নিয়েছেন। লন্ডনে ছুটি কাটিয়ে ভারতে ফেরার পর আজ নিজের ইনস্টাগ্রামে ৪ মিনিট ১১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন রোহিত। পরে তাঁর আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বাই ইন্ডিয়ানসও এক্সে (সাবেক টুইটার) সেই ভিডিও আপলোড করেছে। সেখানেই উঠে এসেছে বিশ্বকাপ-পরবর্তী দিনগুলো কীভাবে পার করে এসেছেন।

'বিশ্বকাপের পর প্রথমবার সরাসরি হৃদয় থেকে' লেখা ক্যাপশনের ভিডিও বার্তার শুরুতে ৩৬ বছর বয়সী রোহিত বলেছেন, 'কীভাবে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা ছিল না। প্রথম কয়েক দিন কী করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পরিবার ও বন্ধুবান্ধব সে সময় আমার চারপাশের সবকিছু হালকা রাখার চেষ্টা করেছিল, যা বেশ সহায়ক ছিল। ওই হার হজম করা সহজ ছিল না। কিন্তু জীবন তো থেমে থাকে না। এভাবেই এগিয়ে যায়। তাই সবকিছু ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে হয়। তবে সত্যি বলতে, এটা কঠিন ছিল।' ২০০৭ সালে

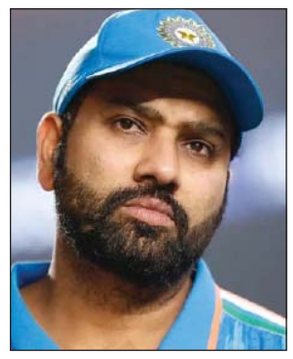

ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন রোহিত। কিন্তু আসল বিশ্বকাপ হিসেবে বিবেচিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের ট্রফি এখনো অধরা। এবার খুব কাছে এসেও স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় একটু বেশিই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন রোহিত, 'আমি ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ দেখেই আমি বড় হয়েছি। এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে আমার জন্য পরম পাওয়া হয়ে থাকত। বিশ্বকাপ জয়ের জন্যই তো আমরা এতগুলো বছর পরিশ্রম করেছি। কিন্তু আপনি যা চান, তা যদি না পান, যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা যদি পূরণ না হয়, তাহলে হতাশ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক।' বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচেই হেরে যায় অস্ট্রেলিয়া। সেই হার দুটি ফাইনাল আর সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেই।

তবে শুরুর ভুলগুলো শুধরে নিয়ে টানা ৯ ম্যাচ জিতে ঠিকই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বিপরীতে ভারত ফাইনালের আগপর্যন্ত 'অজেয়' ছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। আহমেদাবাদে ফাইনালের মন্থর পিচে আগে ব্যাট করতে নেমে ২৪০ রানে আটকে যায় ভারত, যা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম। ট্রাভিস হেডের শতক আর মারনাস লাবুশেনের অপরাজিত অর্ধশতকে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। ওই পিচকে পরে 'গড়পড়তা' রেটিং দেয় আইসিসি।

ফাইনালে ভারত ঠিক কোথায় ভুল করেছিল, সেটা স্পষ্ট করে বলেননি রোহিত। তবে তাঁর মনে হয়েছে, টানা ১০ ম্যাচ জিতে ফাইনালে ওঠাতেই অতীতের ভুলগুলো সেভাবে নজরে পড়েনি, 'আমাদের দিক থেকে যা কিছু সম্ভব, সবই করেছি।

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, কোথায় ভুল হয়েছিল; তাহলে বলব, আমরা প্রথম ১০ ম্যাচ জিতেছিলাম। ওই ১০ ম্যাচে যে ভুল করিনি, তা নয়। প্রতিটি ম্যাচেই কিছু না কিছু ভুল হয়। নিখুঁত ম্যাচ বলে কিছু হয় না। বড়জোর নিখুঁতের কাছাকাছি কিছু একটা হতে পারে।' বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও দলের পারফরম্যান্স ও ভারতবাসীর সমর্থন পেয়ে গর্বিত রোহিত, 'আমরা যেভাবে খেলেছি, তা ছিল এককথায় অসাধারণ। আপনি প্রতিটি বিশ্বকাপেই এমন পারফর্ম করতে পারবেন না।

আমি নিশ্চিত, ফাইনালের আগপর্যন্ত আমাদের খেলা দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে, আমাদের ভালো খেলতে দেখে মানুষ গর্ববোধ করেছে।'

ফাইনালে হারের যন্ত্রণা ভুলতেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কাছ থেকে ছুটি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে লন্ডনে গিয়েছিলেন রোহিত। বিদেশেও ভক্তদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন, 'ওই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা (ফাইনালে হারের যন্ত্রণা) আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল।

তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এমন কোথাও যাওয়া প্রয়োজন, যাতে আমার মনকে এসব থেকে দূরে রাখা যায়। কিন্তু পরে খেয়াল করলাম, আমি যেখানেই যাই, সেখানেই মানুষ আমার কাছে আসতে থাকে। দলের প্রত্যেকের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করতে থাকে। তারাও আমাদের হাতে বিশ্বকাপ দেখতে চেয়েছিল। তাদের জন্য আমার খারাপ লেগেছে।'

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অশ্বিন ও লায়ন

আপনজন ডেস্ক: একই বছরে টেস্ট অভিষেক তাঁদের। বোলার হিসেবেও একই প্রজাতির তাঁরা—দুজনই যে অফ স্পিনার। বয়সেও কাছাকাছি, এক বছরের বড়-ছোট। সেই রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও নাথান লায়ন কাছাকাছি আছেন টেস্টে উইকেট শিকার সংখ্যাতেও। ভারতের অশ্বিনের চেয়ে ২৮টি টেস্ট বেশি খেললেও উইকেটের সংখ্যায় অস্ট্রেলিয়ার লায়ন এগিয়ে শুধু ৭ ব্যবধানে। ১২২ টেস্টে লায়নের উইকেট ৪৯৬, ৯৪ টেস্টে অশ্বিনের ৪৮৯। এখনো যাঁরা খেলে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে টেস্টে উইকেট শিকারে এ দুজনই সবার ওপরে। সেই দুজনের একজন লায়ন আগামীকাল শুরু পার্থ টেস্টেই ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলতে পারেন, উইকেটে যে দরকার মাত্র চারটি। উইকেট নেওয়ায় তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও লায়ন রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ব্র্যাকেটবন্দী করতে চান না। অশ্বিন যে তাঁর ভালো করার প্রেরণাও!

তবে কেউ স্বীকার করুন না আর না-ই করুন, লায়ন ও অশ্বিন উইকেট নেওয়ার দৌড়ে একে অপরকে পেছনে ফেলার স্বপ্ন দেখেন না—সেটা বললে ভুল হবে। ক্রিকেটার মাত্রই ভালো করার খিদেটা থাকবেই। আর কোনো

ধারেকাছে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে তো কথাই নেই। ভালো করার খিদেটা আরও বাড়াই স্বাভাবিক। অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান প্রথম টেস্ট শুরুর আগে লায়নের সামনে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়ার ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আর এই প্রসঙ্গে অশ্বিনকে লায়নের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ধরে সংবাদমাধ্যমটি মনে করিয়েছে এক ধ্রুপদি দ্বৈরথকে। শেন ওয়ার্ন ও মুত্তিয়া মুরালিধরন!

২০ বছর আগে এই দুই কিংবদন্তিকে নিয়েও একই দৌড়ের সুবাস পেয়েছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। টেস্টে কে আগে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁবেন?

প্রয়াত অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি 'মিশন ফাইভ হানড্রেডস'-এ তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর এক টেস্ট ও চার দিনের ব্যবধানে মুরালিধরনকে পেছনে ফেলেছিলেন। মজার ব্যাপার, দুজনেই এই মাইলফলকের দেখা পেয়েছিলেন একই টেস্ট সিরিজে। ২০০৪ সালে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে গলে সিরিজের প্রথম টেস্টের শেষ দিনে (১২ মার্চ) হাসান তিলকারত্নেকে আউট করে এই সংস্করণে ৫০০তম উইকেটের দেখা পেয়েছিলেন ওয়ার্ন।

মুরালিধরন সে সিরিজেই ক্যান্ডিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে (১৬ মার্চ) একই মাইলফলকের দেখা পান।

প্রায় দুই দশক পর লায়ন-অশ্বিনও ৫০০ উইকেটের মাইলফলকও হয়তো কাছাকাছি সময়েই ছোঁবেন। সেখানে লায়নই যে এগিয়ে, সেটি তো বলতে হয় না।। আগামীকাল যে স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে, সেই পার্থ স্টেডিয়ামে ৩ টেস্ট খেলে ম্যাচপ্রতি গড়ে সাতটির বেশি করে উইকেট পেয়েছেন লায়ন।

আর ভারতের লাল বলের ক্রিকেট খেলতে নামা একটু দেরি হবে। সেঞ্চুরিয়নে আগামী ২৬ ডিসেম্বর (বক্সিং ডে) থেকে শুরু হতে যাওয়া টেস্টে মাঠে নামবে ভারত। দুই ম্যাচের এই সিরিজে ভারতের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। লায়ন পার্থ টেস্টে না পারলেও মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে দ্বিতীয় সুযোগটি পাবেন।

দুই বছর পর জাতীয় দলে ফিরেই নায়ক রাসেল

আপনজন ডেস্ক: দুই বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ফিরলেন। ফিরেই ক্যারিয়ার সেরা বোলিং (৩/১৯) করার পর ব্যাট হাতে অপরাজিত ১৪ বলে ২৯। হলেন ম্যাচসেরা। বাংলাদেশ সময় আজ সকালে আন্দ্রে রাসেলের এমন দারুণ প্রত্যাবর্তনের দিনে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্রিজটাউনে আগে টসে হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ইংল্যান্ড অলআউট ১৭১ রান। কাইল মায়ার্স, শাই হোপ, রোভম্যান পাওয়েল ও রাসেলের কার্যকরী ইনিংসে ১১ বল হাতে রেখেই ইংল্যান্ডের রান টপকে যায় তারা।

এই জয়ের পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এর আগে ইংল্যান্ডকে ওয়ানডে সিরিজ হারিয়েছিল ক্যারিবীয়রা। সেটা ছিল দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২৫ বছর পর ওয়ানডে সিরিজ জয়।

ধরতে বললেন ইংল্যান্ড কোচ ১৭২ রানের লক্ষ্য ছুঁতে নেমে ব্রেন্ডন কিং স্যাম কারেনের প্রথম ওভারেই দুই ছক্কায় নেন ১৬ রান। ১২ বল ২২ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ভালো শুরু এনে দেওয়া কিংস ফেরেন তৃতীয় ওভারে দলকে ৩২ রানে রেখে। ৪ ছক্কায় মায়ার্স করেন ২১ বলে ৩৫ রান। পাওয়ার প্লেতে ৫৯ রান করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ১০ ওভারে তোলে ৯৯ রান।

শেষ ১০ ওভারে তাদের প্রয়োজন ছিল ৭২। পাওয়েল ও রাসেলের ২১ বলে ৪৯ রানের জুটিতে সেই প্রয়োজন সহজেই মেটায় ক্যারিবীয়রা। ১৫ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক পাওয়েল। রাসেলের ২৯ রানের ইনিংসে ২টি করে চার ও ছক্কা।

ইংল্যান্ডের হয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন লেগ স্পিনার রেহান আহমেদ। আরেক লেগ স্পিনার আদিল রশিদ ২৫ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। ইংল্যান্ডের প্রথম ও সব মিলিয়ে দশম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন রশিদ।

ইংল্যান্ডের প্রথম ও সব মিলিয়ে দশম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন রশিদ।

এর আগে ওপেনার ফিল সল্টের সৌজন্যে ইংল্যান্ডের শুরুটা হয়েছিল দারুণ। অধিনায়ক জস বাটলারকে নিয়ে প্রথম পাওয়ার প্লেতে সল্ট দলকে এনে দেন ৭৭ রান। দলকে ৭৭ রানে রেখেই ২০ বলে ৪০ রান করে রাসেলের বলে আউট হন সল্ট।

তিন নম্বরে ক্রিজে আসা উইল জ্যাকসও দ্রুতগতিতে রান তোলায় মনোযোগী হন। দলীয় ৯৮ রানে আউট হওয়ার আগে করেন ৯ বলে ১৭। ৯ ওভারেই ১০০ রানে পৌঁছে যায় বাটলারের দল। দলীয় ১১৭ রানে বাটলার ৩১ বলে ৩৯ রান করে আউট হওয়ার পর ছন্দপতন ইংল্যান্ডের। শেষ ১১ ওভারে ইংল্যান্ড তুলতে পেরেছে ৭১ রান। হারিয়েছে ৮ উইকেট।

ফিফা বর্ষসেরা কোচের সংক্ষিপ্ত তালিকায় গার্দিওলার সঙ্গে দুই ইতালিয়ান

আপনজ ডেস্ক: ফিফা বর্ষসেরা কোচের লড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটিকে ট্রেবল জেতানো পেপ গার্দিওলা। তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে আছেন দুই ইতালিয়ান সিমোনে ইনজাগি ও লুসিয়ানো স্পালেত্তি। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা আজ নিজেদের ওয়েবসাইটে এই তালিকা প্রকাশ করেছে।

লন্ডনে আগামী ১৫ জানুয়ারি 'ফিফা দ্য বেস্ট অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। সেরা কোচ নির্বাচনে ২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে এ বছরের ২০ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ফিফার বিশেষজ্ঞ প্যানেল প্রথমে পাঁচ জনের তালিকা দিয়েছিল। জাতীয় দলের কোচ, অধিনায়ক, ফুটবল সাংবাদিক ও সমর্থকদের ভোটের পর সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন জাভি হার্নান্দেজ ও অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলু। ২০১৬ সাল থেকে বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার দিয়ে আসছে ফিফা। গার্দিওলা এ নিয়ে চতুর্থবার সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিলেন। তবে আগের তিনবারের একবারও বিজয়ী হতে পারেননি। আর ইনজাগি ও স্পালেত্তি ঠাঁই পেলেন প্রথমবার। কোচিং ক্যারিয়ারের শুরু থেকে অসাধারণ সব সাফল্য পেয়ে আসছেন গার্দিওলা। সেই ধারায় গত মৌসুমে তিনি গড়েন অনন্য কীর্তি। ইতিহাসের প্রথম কোচ হিসেবে দুইবার জেতেন ট্রেবল। প্রথমবার তিনি ট্রেবল জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন ২০০৯ সালে বার্সেলোনার হয়ে।

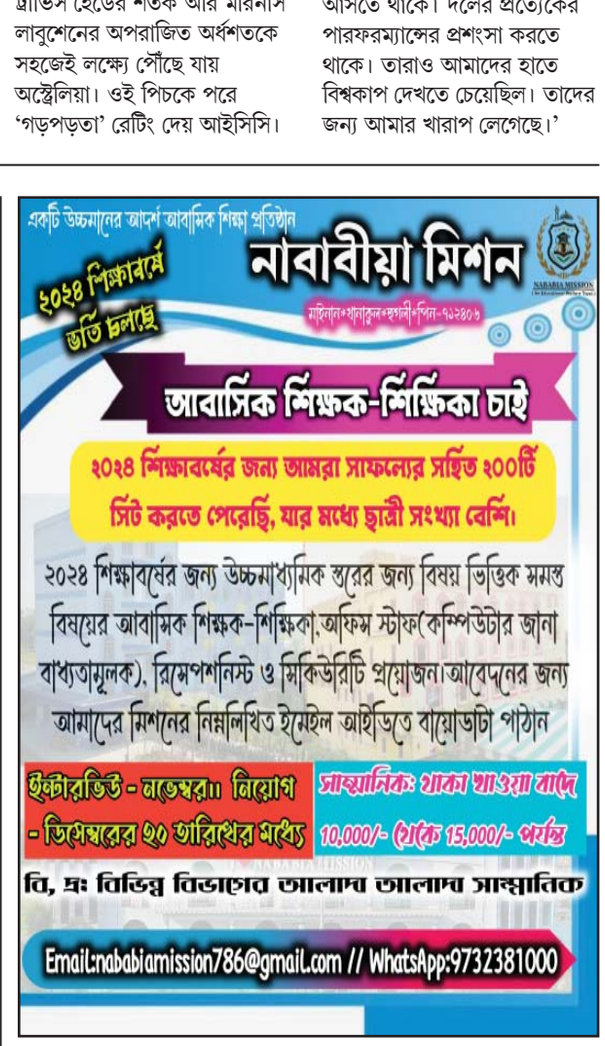

উলুবেড়িয়ায় হাওড়া (গ্রামীণ) পুলিশের উদ্যোগে 'সম্প্রীতির কাপ' ফুটবল

এম.এ মনু ● উলুবেড়িয়া

আপনজ: হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) পুলিশের উদ্যোগে 'সম্প্রীতির কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হলো পাঁচলা নেতাজি সংঘের মাঠে, শ্যামপুর ফুটবল একাডেমি বনাম আমতা সোমেশ্বর সন্তোষ মৈত্রী সংঘের, খেলার মাঠে বলে শট দিয়ে সূচনা করেন জেলাশাসক দীপাপ্রিয়া পি, অনুষ্ঠিত হয়, আজকের খেলায় গোলশূন্য অবস্থায় সমাপ্তি হলে অতিরিক্ত সময় খেলার পরেও অমীমাংসিত রয়ে যায়, ট্রাইব্রেকারে ও ফলাফল শূন্য হওয়ার টসের মাধ্যমে শ্যামপুর ফুটবল দল জয়ী ঘোষিত হয়, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন উলুবেড়িয়া থানার আইসি রামেশ্বর

ওঝা এসপি স্বাতী ভাঙ্গালিয়া, পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক উলুবেরিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, আমতা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত পাল উলুবেরিয়া উত্তর বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাঝি, সম্প্রীতির কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে দুই দলের হাতে সম্প্রীতির কাপ তুলে দেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**